তামাকের খবর

মে ২০১৫

তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সাময়িকী

PROGGA Knowledge for Progress

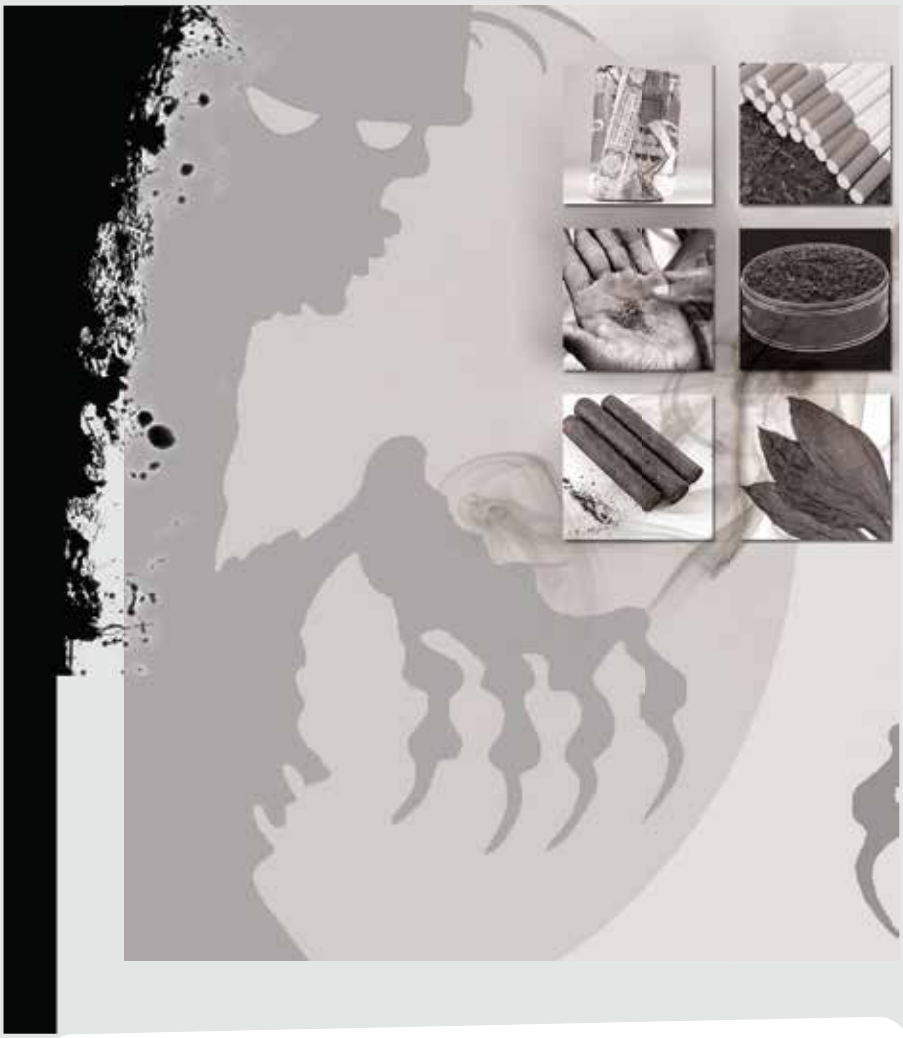

তামাকের অবৈধ বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে

সকল তামাক পণ্যে উচ্চ হারে কর চাই

তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

বিক্রয়স্থলে তামাকপণ্যের প্রচারণা বন্ধ করতে হবে।

সকল পাবলিক প্লেস ও পরিবহণে ধূমপানমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

প্রসঙ্গ কথা

নানা চড়াই উৎরাই পেড়িয়ে অবশেষে এ বছর মার্চে গেজেট আকারে প্রকাশিত হলো তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বিধিমালা ২০১৫। বিধিমালার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ তামাক পণ্যের মোড়কে ছবিসহ সতর্কবাণী প্রচলনের নির্দেশনা। তামাক কোম্পানি ইতিমধ্যে এটি বাস্তবায়নের মেয়াদ ৬ মাসের পরিবর্তে ১২ মাস করাতে সক্ষম হয়েছে। সচিত্র সতর্কবাণী নির্বাচন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তারা নানারকম কূটকৌশলের আশ্রয় নিতে পারে। স্বাস্থ্যক্ষতির বিভৎস ছবি ব্যবহার না করে দুর্বোধ্য বা দুর্বল কোন ছবি ব্যবহার করতে পারে। বিষয়টি গণমাধ্যমসহ সকলের কঠোর নজরদারিতে রাখতে হবে। সামনেই জাতীয় বাজেট। তামাক কোম্পানি মনোনীত গবেষক, নীতি পরামর্শকরা এবছরেও তৎপর। গণমাধ্যমে তাদের সরব উপস্থিতি টের পওয়া যাচ্ছে। তামাকে করারোপ নিয়ে কোনো বিভ্রান্তির সুযোগ নেই। সকল তামাকজাত পণ্যের উপর কার্যকরভাবে করারোপ করতে হবে। পর্যায়ক্রমে মূল্যস্তর প্রথা তুলে দিয়ে একটি শক্তিশালী তামাক কর কাঠামো তৈরি করতে হবে। কেবল তখনই তামাকের ব্যবহার ও ক্ষয়ক্ষতি ক্রমশ কাঙ্খিত মাত্রায় কমে আসতে শুরু করবে। তামাক পণ্যে করারোপ, তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ, তামাক চাষ, তামাকের স্বাস্থ্য ক্ষতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সাজানো হয়েছে এসংখ্যার 'তামাকের খবর'। আপনাদের মূল্যবান পরামর্শ আমাদের পথচলাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

তামাক নিয়ন্ত্রণে গণমাধ্যম: সাম্প্রতিক ধারা

বাংলাদেশে তামাকবিরোধী আন্দোলনের ধারাবাহিক উত্থান ও উৎকর্ষে গণমাধ্যম একটি অপরিহার্য অনুসঙ্গ হিসেবে কাজ করছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন, আইন বাস্তবায়ন, তামাকচাষবিরোধী জনমত তৈরি, তামাক কোম্পানির জনস্বাস্থ্যবিরোধী কূটকৌশল উন্মোচনসহ তামাক নিয়ন্ত্রণমূলক প্রতিটি কাজেই সোচ্চার ভূমিকা পালন করছে আমাদের গণমাধ্যম। সর্বশেষ তামাক নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা- ২০১৫ পাশের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। প্রায় দুই বছর ওয়াচডগের ভূমিকা পালন করেছে গণমাধ্যমগুলো। একইসাথ তামাক নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য বিষয়ের প্রতিও উদাসীন ছিল না তারা । সাম্প্রতিক সময়ে তামাক বিষয়ক খবরাখবরের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধিই তার প্রমাণ।

প্রজ্ঞা মিডিয়া মনিটরিং ডাটা অনুসারে চলতি বছরে (মে'১৪-এপ্রিল'১৫) তামাক সংক্রান্ত মোট খবরাখবর বেরিয়েছে ৬ হাজার ১৫০টি, যা গত বছরের (মে'১৩-এপ্রিল'১৪) তুলনায় ৩৭.৫ শতাংশ বেশি (চিত্র)। এ সময়ে তামাক নিয়ন্ত্রণের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সংবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে। সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে তামাকে করারোপ বিষয়ক খবরাখবর। মোট ১,১১৯টি সংবাদ বেরিয়েছে এসময়ে। অথচ গতবছর এ বিষয়ে মোট সংবাদ সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৮০টি। অর্থাৎ দ্বিগুণেরও বেশি সংবাদ বেড়েছে। পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহণে ধূমপান নিষিদ্ধ সংক্রান্ত বিধি-বিধান অবহিতকরণেও গণমাধ্যম সোচ্চার ভূমিকা পালন করছে। এসংক্রান্ত খবরাখবর প্রতিনিয়ত বাড়ছে। চলতি বছর এবিষয়ে মোট ৯১৫টি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, যা গতবছরের তুলনায় বেশ খানিকটা বেশি। এছাড়া এসময়ে কোম্পানির হস্তক্ষেপ, প্রভাব ও সিএসআর সংক্রান্ত খবরাখবরও বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় দ্বিগুণ (২৫১ থেকে ৪৫৫টি)। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বিষয়ে গত বছর ৩৮৭টি সংবাদ প্রকাশিত হলেও চলতি বছরে তা কিছুটা হ্রাস (৩৬৮টি) পেয়েছে। গতবছর আইন সংশোধন প্রক্রিয়া অগ্রাধিকারে থাকায় এ বিষয়ক সংবাদ কিছুটা বেশি ছিল। তবে বিধিমালা আটকে থাকায় চলতি বছরের একটা অংশজুড়ে গণমাধ্যম আইনের বিধিমালা বিষয়ক সংবাদ নিয়মিতই প্রকাশ করেছে। এছাড়া চলতি বছরে তামাকের স্বাস্থ্যক্ষতি, প্রচার-প্রচারণা, তামাকচাষসহ অন্যান্য বিষয়েও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খবরাখবর বৃদ্ধি পেয়েছে। গুণগত পরিবর্তনও উল্লেখ করার মত, চলতি বছরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মোট ৩৮টি সম্পাদকীয় ছাপা হয়েছে, যেখানে আগের বছর এই সংখ্যা ছিল মাত্র ২১টি। অন্যদিকে এসময়ে গতবছরের চেয়ে ৬৩টি টিভি সংবাদ বেশি প্রচারিত হয়েছে।

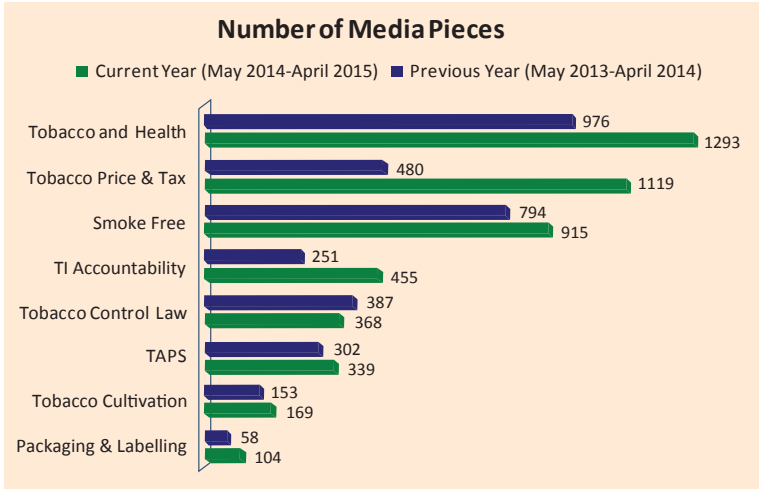

তামাকের চাহিদা ও যোগান নিয়ন্ত্রণমূলক কর্মকাণ্ডে সরকার ও তামাকবিরোধীদের কার্যকর ভূমিকা গ্রহণে গণমাধ্যম বরাবরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। সামনে বাজেট, তামাকে কর বৃদ্ধি ঠেকাতে তামাক কোম্পানিগুলো প্রতিবছরের ন্যায় এবারো মরিয়া হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে এনবিআর এ গোপন বৈঠক করেছে তারা। অসহায় শ্রমিকদের আন্দোলনের নামে পথে নামিয়ে দিয়েছে। কর অব্যাহতি পেতে গণমাধ্যমে বিভ্রান্তিমূলক খবরাখবরও প্রচার করছে তারা। এসব অশুভ প্রচেষ্টা রুখতে হবে। তামাকবিরোধী জনমত গঠনের মাধ্যমে গণমাধ্যমই পারে এক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে।

Mass Media on Tobacco Control: Recent Trends

Mass media is playing important roles in gradual increase and development of anti-tobacco movements in Bangladesh. It played vigorous roles in TC law amendment, implementation, creating public opinion against tobacco farming, tobacco companies' ill tactics exposing and other tobacco control activities including passing of TC Rules – 2015. It was overseer for tobacco control in past years and also cared other tobacco control issue that is proven by recent increase of reports on tobacco control issues.

PROGGA's media monitoring data from May 2014 – April 2015 shows that there were 6150 pieces of tobacco related - 37.5 percent more comparing the last year (May 2013 – April 2014). Media pieces on almost all tobacco control issues have increased substantially, and Tobacco Tax was the most highlighted one with 1119 pieces while it was 480 in last year referring the twice increase in current season. Mass media was active too over informing ban of smoking at public places and transports and the reports are growing, the number is 915 now which is slightly more than last year. Besides, 455 media pieces covered TI Interference, Accountability and CSR issue and it was 251 in last period. TC Law produces 368 pieces now and produced 387 in last year because the law was under revision then. However, it occupied a notable period now as TC Rules underwent bureaucratic complexities. Besides, Tobacco and Health, TAPS ban, Tobacco Farming and other issues have also been highlighted in the season. Significant qualitative changes occurred - 38 editorials published on in this season which was only 21 in the last. Sixty three (63) more TV reports were aired in this season.

In controlling tobacco supply and demand effectively, media has been assisting the government and anti-tobacco activists productively. National Budget is ahead and tobacco companies are trying hard to reduce tax on tobacco products like the past years. They held secret meetings with the NBR, have deployed helpless workers to protest tobacco tax hike. For tax discount, they published misinformation on media. Such evil tactics should be stopped. Mass media can play an effective role in creating anti-tobacco awareness.

মিথ্যা তথ্য দিয়ে কর সহায়তা চায় তামাক কোম্পানিগুলো

যায়যায়দিন
১৭ মে ২০১৫

মেসবাহুল হক আগামী ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেটে করহার কমাতে দৌড়ঝাঁপ অব্যাহত রেখেছে তামাক কোম্পানিগুলো। রাষ্ট্রীয় কর কাঠামো প্রভাবিত করে সুবিধাজনক কর অব্যাহতি পেতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সঙ্গে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে গোপন বৈঠক করেছে সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (সিএমএবি)। এ ছাড়া তামাকজাত পণ্যে কর ছাড় পেতে বিড়ি ও সিগারেট কোম্পানিগুলো এনবিআরকে যে প্রস্তাব দিয়েছে তাতে মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এনবিআর সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। সূত্র জানায়, গত ৯ মে সিএমএবির চেয়ারম্যান গোলাম মইনুদ্দিনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল এনবিআর চেয়ারম্যানের মিনি কনফারেন্স রুমে দুই দফা গোপন বৈঠক করেন। বৈঠকে গণমাধ্যম কর্মীর প্রবেশ নিষেধ ছিল। জানা গেছে এনবিআরের সঙ্গে বৈঠকে এনবিআরকে তথ্য দিয়েছে, অতিরিক্ত কর আরোপের ফলে প্রিমিয়াম স্তরের সিগারেট প্রতিবেশী দেশে ১৬ ডলারে বিক্রি হলেও দেশীয় বাজারে তা বিক্রি হচ্ছে ২৩ ডলারে। বিক্রয়ের পার্থক্য ৭ ডলার অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ৫০০ টাকার বেশি হওয়ায় অবৈধ পথে প্রচুর সিগারেটের অনুপ্রবেশ ঘটছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশীয় উৎপাদনকারীরা।

তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাম্প্রতিক তথ্য দেখা গেছে, শ্রীলংকায় সিগারেটের গড় মূল্য ৭ দশমিক ২০ ডলার, ভারতে ৩ দশমিক ৯৫ ডলার, থাইল্যান্ডে ৩ দশমিক ৩৮ ডলার, নেপালে ২ দশমিক ৬৫ ডলার, ইন্দোনেশিয়ায় ২ দশমিক ১৪ ডলার, মিয়ানমারে ১ দশমিক ৩৭ ডলার আর বাংলাদেশে ১ দশিক শূন্য ৬ ডলার। সুতরাং এসব তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে অন্যান্য দেশের তুলনায় সিগারেটের মূল্য সবচেয়ে সস্তা। অথচ সিএমএবি বলছে প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশি। এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক প্রফেসর ড. আবুল বারকাত যায়যায়দিনকে বলেন, তারা যেসব তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করেছে তা ভুল। বাংলাদেশে বর্তমানে সিগারেটের দাম পৃথিবীর যে কোনো দেশের তুলনায় কম। সিগারেটের ওপর আরোপিত করও যে কোনো দেশের তুলনায় অনেক কম। সে কারণেই বাংলাদেশে সিগারেটের অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটছে। তিনি বলেন, শুধু সিগারেটের অবৈধ অনুপ্রবেশ কেন? যে কোনো পণ্যের চোরাচালান নিয়ন্ত্রণে সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান রয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলো ভালোমত কাজ করলেই তো চোরাচালান বন্ধ হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে সিগারেট অ্যাসোসিয়েশনের মাথাব্যথা কেন? প্রশ্ন রেখে তিনি বলেন, আসলে তারা সরকারকে ভুল তথ্য দিচ্ছে যাতে তামাক ও তামাকজাত পণ্যে কর বাড়ানো না হয়। ড. আবুল বারকাত বলেন, সরকারের প্রয়োজন রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি। আর রাজস্ব বাড়ানোর জন্য স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে এমন খাতগুলোকে বেছে নেয়া উচিত। তিনি বলেন, বর্তমানে সিগারেট উৎপাদনকারী কোম্পানির ওপর করপোরেট ট্যাক্সের হার ৪৫ শতাংশ এবং শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ। ক্ষতির মাত্রা বিবেচনা করে তামাকজাত পণ্য উৎপাদনকারী কোম্পানির ক্ষেত্রে অন্যসব খাতের তুলনায় কমপক্ষে ৫ শতাংশ বেশি করপোরেট ট্যাক্স আদায় করা উচিত বলেও মনে করেন তিনি। সিগারেট অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে এনবিআরের গোপন বৈঠকের বিষয়ে তিনি বলেন, তামাকজাত পণ্যের ব্যবহারের সঙ্গে ক্যান্সারের যোগসূত্র আবিষ্কারের পর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৫৬তম সম্মেলনে ধূমপান ও তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক কনভেনশন-'ওয়ার্ল্ড হেল্থ অর্গানাইজেশন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি)' ২০০৩ সালের ২১ মে গৃহীত হয়। ওই বছরের ১৬ জুন বাংলাদেশে এতে স্বাক্ষর ও ২০০৪ সালের ১০ মে অনুস্বাক্ষর করে। এফসিটিসির ৫.৩ ধারা অনুযায়ী সিগারেট অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে এনবিআরের গোপন বৈঠক করার সুযোগ নেই।

এদিকে বিড়ি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর দাবি এ খাতে ২৫ লাখ শ্রমিক কাজ করে। তাই এ খাতে কর বাড়ালে বিড়িশিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে। এতে করে ২৫ লাখ শ্রমিক ও তাদের পরিবার বিপদে পড়বে। কিন্তু তামাকবিরোধী সংস্থা হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি) এবং প্রজ্ঞার অনুসন্ধানে উঠে এসেছে বিড়ি শিল্পে সরাসরি শ্রমিকের সংখ্যা ৬৫ হাজার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ সংখ্যা দাঁড়ায় আড়াই লাখ। তা ছাড়া এসব শ্রমিক তাদের স্বাস্থ্যগত সমস্যা থেকে রক্ষা পেতে পেশা পরিবর্তন করতে চায় কিন্তু নতুন কর্মসংস্থানের অভাবে করতে পারছে না। প্রতিষ্ঠানগুলো বলছে কয়েক বছর ধরে বাজেটে বিড়ির ওপর কর বাড়ছে; কিন্তু এনবিআর সূত্র জানায়, সর্বশেষ ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বাড়ানোর ছয় বছর পর ২০১৪-১৫ অর্থবছরে কর বাড়ানো হয়েছে। এ সময় ব্যবধানে প্রতিটি বিড়ির দাম বেড়েছে মাত্র ৩ পয়সা। সরকারের রাজস্ব আয়ে প্রবৃদ্ধি আর জনস্বাস্থ্যের পরিপ্রেক্ষিতে এইচডিআরসি এবং প্রজ্ঞা সম্মিলিতভাবে আগামী বাজেটকে সামনে রেখে তামাককর নীতিমালা প্রস্তাব করেছে। এ নীতিমালার প্রথমেই বলা হয়েছে এ খাত থেকে সরকার বছরে ১৪ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব পেলেও তামাক ও তামাকজাত পণ্যের পরিমাপযোগ্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ বছরে কমপক্ষে ১৬ হাজার ৬৩২ কোটি টাকা। এর সঙ্গে বংশ পরম্পরা বা জেনেটিক্যালি ক্ষতি যোগ করলে ক্ষতির পরিমাণ ৫ থেকে ৬ গুণ বাড়বে। তাই তামাক পণ্য সেবন থেকে আগামী প্রজন্মকে নিরুৎসাহিত করতে এবং রাজস্ব আয় বাড়ানোর জন্য কর বাড়ানো এবং আদায়ে স্বচ্ছতার প্রস্তাব করা হয় এতে।

প্রস্তাবনায় বলা হয়, কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে সিগারেটের মূল্যস্তর পদ্ধতি বাতিল করে তুলনামূলক উচ্চহারে নির্দিষ্ট পরিমাণ করারোপ করতে হবে। একই সঙ্গে স্বচ্ছতার সঙ্গে কোম্পানিগুলোকে তা পরিশোধে বাধ্য করতে হবে। বিড়ির ক্ষেত্রে প্রকৃত খুচরা মূল্যের ওপর কর ধার্য না করে ইচ্ছামাফিক অপেক্ষাকৃত স্বল্পমাত্রায় কৃত্রিমভাবে নির্ধারিত 'ট্যারিফ ভ্যালু'র ওপর কর ধার্য প্রথা বাতিল করে নির্দিষ্ট পরিমাণ করারোপ করতে হবে। আর ধোঁয়াহীন (গুল, জর্দা) তামাকজাত পণ্যের ক্ষেত্রে উচ্চহারে করারোপ কার্যকর করার জন্য বর্তমান 'এড ভ্যালোরেম কর' ব্যবস্থার পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর ব্যবস্থা চালু করতে হবে। প্রস্তাবনায় আরো বলা হয় উচ্চহারে করারোপ তামাক ও তামাকজাত পণ্যকে উল্লেখযোগ্য হারে নিরুৎসাহিত করার একটি আন্তর্জাতিক কৌশল। তাদের দাবি সিগারেটের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ গড় মূল্যবৃদ্ধি এর ভোগের পরিমাণ ৫ শতাংশ হ্রাস করে। একইভাবে বিড়ির ১০ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধি তার ভোগের পরিমাণ প্রায় ৭ শতাংশ হ্রাস করে। উচ্চ করহার এবং সুষ্ঠু কর ব্যবস্থাপনা শুধু তামাকজাত পণ্যের ভোগ ও ব্যবহারের বিস্তৃতির কারণে উদ্ভূত সমস্যাই কমায় না। সঙ্গে সঙ্গে তা তামাক থেকে সৃষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যা নিরসনে স্বাস্থ্য খাতে সরকারের বিপুল পরিমাণ খরচও কমায়।

নয়া দিগন্ত
১৭ মে ২০১৫

জটিল কর-কাঠামো, দুর্বল কর-ব্যবস্থাপনা তামাকের ব্যবহার হ্রাসের অন্তরায়

নিজস্ব প্রতিবেদক তামাকজাত পণ্যের বর্তমান কর কাঠামো জটিল। কর ব্যবস্থাপনাও যথেষ্ট কার্যকর নয়। এতে করে কর এড়িয়ে যাওয়া ও কর ফাঁকি দেয়া সহজ হচ্ছে। জানা গেছে, বর্তমানে তামাকের কর কাঠামোতে তামাকজাত পণ্যের ওপর মূল্য সংযোজন কর (মূসক) আরোপের আগে যে মূল্য থাকে তার ওপর শতকরা হারে সম্পূরক কর আরোপ করা হয়। বিভিন্ন ধরনের তামাকজাত পণ্যের ও ব্রান্ডের ওপর সম্পূরক কর-হার ভিন্ন ভিন্ন। সব ধরনের তামাকজাত পণ্যের ওপর ১৫% মূসক আরোপ করা হয়। যেমন সিগারেটের ক্ষেত্রে বর্তমানে ৪টি মূল্যস্তরের ওপর ভিন্ন ভিন্ন সম্পূরক কর আরোপ করা হচ্ছে। ১৫% মূসকসহ বর্তমান করভার ৫৮% থেকে ৭৬% পর্যন্ত। অপর দিকে সিগারেটের তুলনায় বিড়ির ওপর কর-হার খুবই কম (মূসকসহ প্রায় ২০%) এবং প্রকৃত খুচরা মূল্যের ওপর কর ধার্য না করে ইচ্ছে মাফিক অপেক্ষাকৃত স্বল্পমাত্রায় কৃত্রিমভাবে নির্ধারিত 'ট্যারিফ ভ্যালু'র ওপর কর ধার্য করা হয়। আর ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত পণ্যের (জর্দা, গুল, খৈনি, সাদাপাতা) ক্ষেত্রে ৬০% সম্পূরক কর ও ১৫% মূসক আরোপ করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব পণ্যের মোড়কে রাজস্ব আদায় নির্ধারণী কোন চিহ্নই নেই, যা রাজস্ব ফাঁকি দেয়ার একটি অন্যতম উপায়।

আগামী বাজেটকে সামনে রেখে তামাকের কর কাঠামো নিয়ে আগামী তিন অর্থবছরের ৪টি পথনির্দেশনা দিয়েছেন হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি) ও প্রগতির জন্য জ্ঞান- প্রজ্ঞা।

পথনির্দেশনা-১ এ সিগারেটের ক্ষেত্রে কর নির্ধারণের জন্য এর (সিগারেট) মূল্যস্তর পদ্ধতি বাতিল করে তুলনামূলক উচ্চহারে নির্দিষ্ট পরিমাণ (স্পেসিফিক) এক্সাইজ ট্যাক্স আরোপের কথা বলা হয়েছে। আগামী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এখনকার চারটি মূল্যস্তরের পরিবর্তে তিনটি মূল্যস্তর থাকবে অর্থাৎ নিম্নস্তর থাকবে না। ড. আবুল বারকাত বলেন, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তিনটি মূল্যস্তরে (কম থেকে বেশি মূল্য) প্রতি ১০ শলাকার ওপর যথাক্রমে ৪০, ৬০ ও ১০০ টাকার সমপরিমাণ নির্দিষ্ট পরিমান (স্পেসিফিক) এক্সাইজ ট্যাক্স আরোপ করতে হবে। এরপর ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তিনটি মূল্যস্তরকে দুই মূল্যস্তরে রূপান্তর করা হবে এবং প্রতি ১০ শলাকার ওপর নির্দিষ্ট পরিমাণ (স্পেসিফিক) এক্সাইজ ট্যাক্স হবে যথাক্রমে ৬৬ ও ১১০ টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে মূল্যস্তর হবে একটি (ভিন্ন ভিন্ন মূল্যস্তর থাকবে না) এবং সব ধরনের সিগারেটের ওপর অভিন্ন নির্দিষ্ট পরিমাণ (স্পেসিফিক) এক্সাইজ ট্যাক্স প্রতি ১০ শলাকার প্যাকেটের ওপর ১২১ টাকা আরোপ করা হবে।

পথনির্দেশনা-২ এ বিড়ির ক্ষেত্রে ড. আবুল বারকাত অপেক্ষাকৃত স্বল্পমাত্রায় নির্ধারিত 'ট্যারিফ ভ্যালু'র ওপর কর ধার্য প্রথা বাতিল করে নির্দিষ্ট পরিমাণ (স্পেসিফিক) এক্সাইজ ট্যাক্স আরোপের প্রস্তাব রাখেন। তিনি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সব ধরনের বিড়ির প্রতি ২৫ শলাকার প্যাকেটের ওপর ১০ টাকা হারে নির্দিষ্ট পরিমাণ (স্পেসিফিক) এক্সাইজ ট্যাক্স আরোপের প্রস্তাব করেন। পরবর্তী দুই অর্থবছরে প্রতি ২৫ শলাকার বিড়ির প্যাকেটের ওপর নির্দিষ্ট পরিমাণ (স্পেসিফিক) এক্সাইজ ট্যাক্স পরিমাণ দ্বিতীয় অর্থবছরে (২০১৬-১৭) বাড়িয়ে ১৫ টাকা এবং তৃতীয় অর্থবছরে (২০১৭-১৮) তা ২৫ টাকায় উন্নীত করা।

পথনির্দেশনা-৩ এ ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের ক্ষেত্রে (জর্দা, গুল, খৈনি, সাদাপাতা) ড. আবুল বারকাত বর্তমান 'অ্যাড ভ্যালোরেম' কর ব্যবস্থার পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ (স্পেসিফিক) এক্সাইজ ট্যাক্স আরোপ করার পরামর্শ দিয়েছেন। প্রতি ১০০ গ্রামের প্যাকেটের ওপর ১৫০ টাকা হারে নির্দিষ্ট পরিমাণ (স্পেসিফিক) এক্সাইজ ট্যাক্স আরোপ করার কথা বলা হয়েছে।

পথনির্দেশনা-৪ এ হেলথ সারচার্জের হার ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে তামাকজাত পণ্যের বিক্রয় মূল্যের ওপর বর্তমানে আরোপিত ১% হেলথ সরাচার্জ বাড়িয়ে ২% এ উন্নীত করার কথা বলা হয়েছে। হেলথ সারচার্জ থেকে আহরিত অতিরিক্ত রাজস্ব আয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা, তামাক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কর্মসূচি (গবেষণা ও প্রচারাভিযান) বাস্তবায়ন, নিকোটিন আসক্তদের আসক্তি মুক্ত করার কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও তামাক চাষে নিয়োজিত শ্রমিকদের বিকল্প কর্মসংস্থানের কর্মসূচিতে খরচ করার কথা বলা হয়েছে।

আমাদের সময়
১৬ মে ২০১৫

রাজস্ব আয়ের দেড়গুণ ব্যয় চিকিৎসায়

আবু আলী আইন থাকলেও তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে তামাক-কর বিষয়ক কোনো নীতিমালা এখনো প্রণয়ন করা হয়নি। ফলে প্রতি বছর তামাক কোম্পানির সঙ্গে বসে কর নির্ধারণ করা হয়। ফলে ঠিকভাবে কর ব্যবস্থা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। এক তথ্যে জানা গেছে, তামাকে যে পরিমাণ কর আসে তার দেড়গুণ এর প্রভাবে অসুস্থ মানুষের চিকিৎসায় ব্যয় হয়। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, আগে আমরা টোবাকো কোম্পানির সঙ্গে বসে আলাপ আলোচনা করে একটা সমঝোতার মাধ্যমে কর ঠিক করতাম। আমরা বিভিন্ন স্তর করে দিতাম যে, এটা এমন হবে, এই স্তরে অত শুল্ক হবে। এবার আমরা এমনটা করব না। এটা বাজারের ওপর ছেড়ে দেব। অন্যান্য দেশে যেভাবে তামাকের ওপর কর ধার্য করা হয়, আমরাও সেভাবে করব। এতে আশার আলো দেখা গেছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। এনবিআরের টোবাকো ট্যাক্স সেল সূত্র জানিয়েছে, সব ধরনের তামাকজাত পণ্যের ওপর উচ্চহারে কর আরোপ করে ব্যবহার কমানোর বা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে নীতিমালা প্রণয়নে কাজ চলছে। শিগগির চূড়ান্ত করা হবে।

তামাকজাত পণ্য সস্তা হওয়ায় মানুষের কাছে সহজলভ্য হয়ে পড়ে। তাই প্রতিনিয়ত বাড়ছে তামাক পণ্যের ভোক্তার সংখ্যা, যা স্বাস্থ্য নিরাপত্তায় বিপজ্জনক। তামাক থেকে সৃষ্ট নানা মরণঘাতী ও জটিল রোগের জন্য দেশের স্বাস্থ্যব্যয় দিন দিন বেড়েই চলেছে। তামাক কোম্পানিগুলোর কূটকৌশলে নীতিনির্ধারকরা তামাক কোম্পানি থেকে আসা করকে গুরুত্ব দিচ্ছে। অথচ প্রতিবছর তামাক-কর থেকে আসা আয়ের দেড়গুণ তামাক সেবনের কারণে মানুষের চিকিৎসা বাবদ ব্যয় হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, তামাকের কারণে অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসার পেছনে সরকারের প্রতি বছরে ব্যয় হচ্ছে ১১ হাজার কোটি টাকা। এ খাত থেকে সরকার রাজস্ব পাচ্ছে সাত হাজার কোটি টাকা। বাড়তি চার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করতে হয় অন্য খাত থেকে এনে। জানা গেছে, গত বছর কর বৃদ্ধির পাশাপাশি ১ শতাংশ সারচার্জ আরোপ করা হয়। কর প্রদেয় অর্থ এবং সারচার্জ স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়ের চিন্তা করছে সরকার। এ বিষয়ে এইচডিআরসি উপদেষ্টা ও অর্থনীতিবিদ ড. আবুল বারকাত হেলথ সারচার্জ ১ শতাংশ থেকে ২ শতাংশ করার পথনির্দেশনা দিয়ে বলেন, ১ শতাংশ সারচার্জে বছরে রাজস্ব আদায় হবে ২৩৪ কোটি টাকা, যা ক্ষতির তুলনায় যথেষ্ট নয়। ২ শতাংশ বৃদ্ধি করা হলে আগামী অর্থবছরে আদায় হবে প্রায় ৫শ কোটি টাকা। এ সারচার্জের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ১২৫ কোটি, তামাক নিয়ন্ত্রণ গবেষণা ও প্রচারাভিযানে ১শ কোটি, নিকোটিন আসক্তি মুক্তকরণ কর্মসূচিতে ৭৫ কোটি ও কৃষককে তামাক চাষ থেকে ফেরাতে ২শ কোটি টাকা সরকার ব্যবহার করতে পারবে।

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর ডা. প্রাণ গোপালের মতে, তামাকজাত দ্রব্যে কর বৃদ্ধি পেলে সেবনকারীর সংখ্যাও কমবে। মানুষ রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা পাবে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য খাতে মানুষের ব্যয়ও কমবে। তিনি জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় তামাকজাত দ্রব্যে কর বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। আবুল বারকাতের গবেষণায় উঠে এসেছে, তামাকজাত পণ্য ব্যবহারে প্রতিবছর ৭৬ হাজার থেকে ১ লাখ মানুষের অকাল মৃত্যু হয়। এছাড়া এতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিট ক্ষতি ১৬ হাজার ৬৩২ কোটি টাকা। বাংলাদেশে ধূমপান ও তামাক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা থাকলেও তামাক-কর নীতিমালা নেই। তামাক-কর নীতিমালা হলে ভোগ, বিস্তার, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নেতিবাচক প্রভাবগুলো কমানো ও একটি স্বচ্ছ তামাক-কর ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে। বর্তমান সিগারেটের মূল্যস্তরের কারণে সিগারেট ব্যবহারকারি বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে, বাড়ছে স্বাস্থ্য ঝুঁকি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক গবেষণার প্রতিবেদনে দেখা যায়, পৃথিবীর

অনেক দেশের চেয়ে বাংলাদেশে সিগারেট সস্তা। বিড়ির দাম আরো কম। তামাক ব্যবহারে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ বাংলাদেশে জিডিপি'র প্রায় ৩ শতাংশের সমপরিমাণ। তামাক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোবাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) রয়েছে। বাংলাদেশ এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ২০০৩ সালে। ২০০৪ সালে অনুস্বাক্ষরও করে। আন্তর্জাতিক এ চুক্তিতে বলা হয়েছে, তামাকজাত দ্রব্যের চাহিদা হ্রাসে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো নিয়ে করণীয় সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়। এ চুক্তিতে তামাকের ব্যবহার হ্রাসে বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনতে তামাকের দাম বৃদ্ধি এবং কর বৃদ্ধি করা একটি কার্যকর উপায় হিসেবে বিষয়টি সরকার বিবেচনায় আনবে। একই সঙ্গে বিদ্যমান দাবি বা অধিকারকে ক্ষুণ্ন না করে সদস্য রাষ্ট্রগুলো দেশের স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়টি বিবেচনা করে যথোপযুক্তভাবে তামাকের ওপর কর বৃদ্ধির নীতি নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন করবে। এছাড়া তামাকজাত দ্রব্যের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পেতে জরুরিভাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

চলতি ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বাংলাদেশে সিগারেটের ওপর চারটি মূল্যস্তর বিদ্যমান। এই স্তরগুলোর ওপর বিভিন্ন মূল্যস্তর ভিত্তিক সম্পূরক করের হার ৪৩ থেকে ৬১ শতাংশ পর্যন্ত। আর ১৫ শতাংশ মূসকসহ করভার দাঁড়ায় ৫৮ থেকে ৭৬ শতাংশ পর্যন্ত। বিড়ির ক্ষেত্রেও শলাকার পরিমাণ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন কর হার প্রযোজ্য। বিড়ির ধরন-ফিল্টারযুক্ত ও ফিল্টারবিহীন ভেদে কর ধার্য করা হয়। তবে বাস্তবে এখন 'ফিল্টারযুক্ত' বিড়ির অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত পণ্যের ওপর চলমান (২০১৪-১৫ অর্থ-বছর) ধার্যকৃত সম্পূরক কর ৬০ শতাংশ এবং মূসক ১৫ শতাংশ। বর্তমান রাজস্ব আদায় ব্যবস্থায় ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত পণ্যের কর আদায় প্রক্রিয়ায় বড় ধরনের ফাঁক-ফোকর বিদ্যমান। জর্দা ও গুলের প্যাকেটে কর পরিশোধের কোনো ধরনের চিহ্নই সচরাচর দেখা যায় না। এটি রাজস্ব ফাঁকির একটি অন্যতম উদাহরণ। এ ছাড়াও ভিন্ন ভিন্ন ওজনের মোড়কে এসব বিক্রি হচ্ছে। এতে কর ফাঁকি দেয়া বা এড়িয়ে যাওয়ার পথ সুগম হয়েছে বলে মনে করছেন এ খাত সংশ্লিষ্টরা। বিড়ি-সিগারেটের শুল্ক বৃদ্ধি করলে ৭ বছরের রাজস্ব দিয়ে পদ্মা সেতু করা সম্ভব বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ড. আবুল বারকাত। তিনি বলেন, সব ধরনের সিগারেটে ৭০ শতাংশ শুল্কারোপ করলে বছরে রাজস্ব বাড়বে ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। বিড়িতে প্রতি ২৫ শলাকায় ৪ দশমিক ৯৫ টাকা হারে করারোপ করলে রাজস্ব বাড়বে ৭২০ কোটি টাকা, ৭ বছরে যা পদ্মা সেতু নির্মাণ ব্যয় ২৪ হাজার কোটি টাকার সমান।

Smokeless tobacco sales boom after cigarette price spike

The Financial Express
May 15 2015

Doulot Akter Mala Smokeless tobacco items are emerging as 'silent killer' due to hike in cigarette prices with smokeless tobacco industries remaining out of the purview of the country's formal economy. The majority of smokeless tobacco industries remain out of the government's tax net as they run businesses in non-formal sector, an unregulated sector having no well-established industry. The government is increasing tax both on smoking and non-smoking tobacco products every year, but tax collection from chewing tobacco remains insignificant. In 2013-14, the government received tax worth Tk 10 million from 'jarda' while Tk 5.0 million from 'gul'. There is 15 per cent Value Added Tax and 60 per cent Supplementary Duty on the products.

With the gradual increase in taxes on cigarettes, many small and makeshift shops started selling chewing tobacco to the smokers who want to shift to smokeless tobacco. Although both smoking and smokeless tobacco are harmful to health, people of the least developed countries including Bangladesh and India are at high health risk of smokeless tobacco. Gul, jarda, sadapata and khainy are known as smokeless tobacco that largely consumed by the low income group of people. "We found it a substitute for cigarette as many smokers cannot afford cigarettes after price hike," said Abul Mollah, a makeshift shop owner in city's Purana Paltan area. He started selling gul and jarda along with cigarettes recently as the prices of cigarettes increased substantially ahead of the national budget. "Sales of gul and jarda have increased in recent times as many smokers, especially senior citizens, quit smoking cigarettes following its price escalation," he said.

The smokeless tobacco has been produced informally mainly at households. "It is difficult to locate the chewing tobacco producing factories to net those for collection of taxes," said a senior tax official. The government's effort is going on to stop tobacco consumption through tax policy measures, but it is difficult for smokeless tobacco as it remains in informal sector, he added. On 29 April 2013, the Jatiya Sangsad passed the Tobacco Control Act (Amendment) Bill, incorporating smokeless tobacco under the definition of tobacco.

Anti-tobacco activists and health experts said inclusion of smokeless tobacco in the definition of tobacco items will protect more than 13 million women from possible health hazards and aware them of its harmful effects. "Smokeless tobacco causes oral cancer, esophageal cancer, pancreatic cancer, increases blood pressure and heart rate and negative reproductive outcomes such as an increased risk of having a low birth weight infant," according to WHO. Dr Syed Mahuzul Huq, technical officer, tobacco control of World Health Organisation (WHO), said there is social denial on cigarettes as everyone recognises and is aware of health hazards which are absent in case of smokeless tobacco. "On a social occasion, people are still entertaining guests with that poison," he said. Mass awareness is needed to raise concern over the issue as it is consumed by both male and female, he added.

তামাকের খবর তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সাময়িকী

PROGGA Knowledge for Progress

Tobacco farming poses threat to food security, public health in Bandarban

May 11 2015

Dr Aynal Haque Tobacco cultivation has started posing a serious threat to the food security and public health besides the environment in Chittagong Hill Tracts including Bandarban. In addition to motivating the farmers openly by offering incentives in cash and kind to cultivate tobacco the tobacco companies are doing a brisk business in this regard, said Khiating Soye, chairman of Rajbila Union Parishad under Sadar Upazila of Bandarban district. The farmers get money by selling dried leaves and the company purchases leaves from them and adjust the loans that they provide. He was sharing views with a 22-member visiting team of senior journalists at Jamchhari village on Wednesday last. During the visit, the journalists' team found massive tobacco farming in Jamchhari, Ruma, Lama, Alikadam, Thanchi, Nikhyangchhari, Rowangchhari and Sadar upazilas in Bandarban. Tobacco is also largely produced at Kaptai, Barkal, Rajasthali, Baghaichhari, Jurachhari, Longudu and Bilaichhari areas in Rangamati and at Dighinala, Mainee valley, Panchhari and Ramgarh in hagrachhari, the UP chairman added. He said at least 60 to 70 thousand metric tonnes of firewood are being burnt in 2,000 tobacco processing kilns every year, causing depletion of reserve and natural forests, threatening environment and ecology in the hills, environmentalists said.

Tobacco cultivation leaves a bad impact on the soil fertility and once tobacco is cultivated it’s difficult to grow other crops on the same land. Besides, the maternal reproductive health and health of the children are under severe threat for tobacco cultivation in the district Quoting the sources of Department of Agriculture Extension (DAE), UP Chairman Soye said around 6500 farmers are involved with the tobacco farming in the CHT. Most of the farmers in the hilly districts have been losing their interests in cultivating indigenous crops like paddy, banana, maize, sesame, cotton, potato, pumpkin etc as they became defaulters of loans provided by tobacco companies, Nazrul Islam Titu, local correspondent of an electronic media, said. Farmers and labourers said staffs of tobacco companies offer lucrative amount of money as loans to trap them. Sometimes the companies provide them with bank loans for agriculture along with tobacco seeds, fertiliser, polythene bags and high-powered pesticides like Diaconal, fertilisers of BSP, BAP, FMC and SOB and DDT powder.

Meanwhile, farmers, experts and local leaders admitted that deforestation has been taking place in the hilly areas as huge woods are being used to make fire for processing the tobacco leaves. "Tobacco cultivation has increased in the last couple of years. For tobacco processing, huge amount of woods are burnt causing deforestation," said Kamal Uddin, chairman of Bamo Bilchori Union Parishad in Lama upazila of the district. He said tobacco is cultivated on some 2,000-3,000 acres of land under his union every year and of the total inhabitants, over 80 percent are involved in cultivating tobacco. Kamal Uddin said: "When the tobacco is burnt, our kids cannot stay in classes due to illness."

It has been alleged that a group of illegal traders are active in the region supplying firewood to the burners operated by tobacco traders, right under the nose of the forest department. "There is no DAE's farmers level cash and kinds incentives for tobacco cultivation in the CHT districts," said Abul Kalam Azad, Additional Director of Chittagong DAE Zone. Taking part in different working sessions titled 'Tobacco Control Workshop for Senior Journalists' held in Bandarban Hillside Resort from May 6 to 8, the visiting journalists took a unanimous decision that they will stand besides the organizations who are engaged in anti-tobacco campaign. PROGGA and Anti Tobacco Media Alliance (ATMA) organized the trip in association with Campaign for Tobacco-free Kids and Bloomberg Philanthropies.

CHANNEL i

৩০ এপ্রিল ২০১৫

ধূমপায়ী না হয়েও পরোক্ষ ধূমপায়ীরা প্রায় ৪০ গুণ বেশি ক্ষতির শিকার হচ্ছে। পরোক্ষ ধূমপান ক্ষতিকর বিবেচনায় ২০১৩ সালের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও ২০১৫ সালের বিধিমালায় ৮ ধরনের পাবলিক পরিবহণ এবং ২৪ ধরনের পাবলিক প্লেসে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নারী ও শিশুদের সুরক্ষায় ধূমপানমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবি সংশ্লিষ্টদের। বিস্তারিত থাকছে জান্নাতুল বাকি কেকার **প্রতিবেদনে।**

পাবনার সারোয়ার সুমন ক্যান্সারে আক্রান্ত মা সাবিরা বেগমকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে এসেছেন ঢাকার ক্যান্সার হাসপাতালে। কিন্তু দীর্ঘ রোগীর জটে চিকিৎসার জন্য অপেক্ষায় তারা। আলাপচারিতায় সুমন জানায়, "পাবনা থেকে ঢাকায় আসছি কেমো দেওয়ার জন্য। আমাদের ওখানে তো সে রকম সিস্টেম নেই। এখন ভর্তি করতে বলছে, ভর্তির পরে ট্রিটমেন্ট শুরু হবে।" অনুসন্ধানে জানা গেছে, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় আসেন আড়াই লক্ষ ক্যান্সার রোগী। সরকারি ৯টি আর বেসরকারি ৬টি মিলিয়ে ১৫টি রেডিয়েশন সেন্টারে মাত্র ৫০ হাজার রোগী ক্যান্সার চিকিৎসার সুযোগ পান। তাবিজ-কবচ, ঝাড়-ফুক এর মতো অপচিকিৎসায় মারা যায় অনেকে। পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জানতে চাইলে ক্যান্সার হাসপাতালের তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কমিটির সদস্য ডাঃ আব্দুস সাত্তার বলেন, "রেষ্টুরেন্টে দেখবেন এক পাশে হয়তো খাচ্ছে আরেক পাশে ধূমপান করছে। এভাবে খেলার মাঠে অনেকেই ধূমপান করে এতে ছেলে মেয়ে যারা খেলে যারা ধূমপান করে না তাদের ক্ষতি ডেকে আনে। আমরা যদি সবাইকে মোটিভেট করতে পারি তাহলে দেখা যাবে বাংলাদেশে ক্যান্সার প্রবণতা বিশেষ করে মুখ গহ্বরে ক্যান্সার, লাং ক্যান্সার অনেকাংশে কমানো সম্ভব হবে।"

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, নারী ও শিশুদের পরোক্ষ ধূমপান থেকে সুরক্ষা ক্যান্সার প্রতিরোধের রক্ষাকবচ হতে পারে। ২০১৩ এর তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও এর বিধিমালায় বাস, ট্রেন, জাহাজ, লঞ্চ, উড়োজাহাজসহ ৮টি পাবলিক পরিবহণে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অধূমপায়ীদের রক্ষায় বিদ্যমান আইনের বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেন, "স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সাথে নিয়ে আমাদের এ কাজটি করতে হবে। পাবলিক প্লেসে ধূমপান যেহেতু নিষিদ্ধ সুতরাং এসব জায়গায় যেন কোন ধরনের ধূমপান বা এ ধরনের কার্যক্রম না হয় তার জন্য আমাদের ইন্সপেক্টর যারা আছে তাদের কাজে লাগাবো। যারা ফিল্ড লেভেলে কাজ করে এবং আমাদের মোবাইল টিমগুলোকে কাজে লাগাতে হবে। কারণ একটা দুইটা একশন হলেই কিন্তু আপনি দেখবেন যে কোন রেষ্টুরেন্ট বলেন বা পাবলিক প্লেসে এগুলি অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে।"

তবে পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপানে অভিযুক্ত ব্যক্তির জরিমানা মাত্র ৩০০ টাকা হওয়ায় তা বাড়ানোর কথা বলছেন ধূমপান বিরোধী বিভিন্ন সংগঠন।

পাবলিক প্লেসে ধূমপান যেহেতু নিষিদ্ধ সুতরাং এসব জায়গায় যেন কোন ধরনের ধূমপান বা এ ধরনের কার্যক্রম না হয় তার জন্য আমাদের ইন্সপেক্টর যারা আছে তাদের কাজে লাগাবো। যারা ফিল্ড লেভেলে কাজ করে এবং আমাদের মোবাইল টিমগুলোকে কাজে লাগাতে হবে। কারণ একটা দুইটা একশন হলেই কিন্তু আপনি দেখবেন যে কোন রেষ্টুরেন্ট বলেন বা পাবলিক প্লেসে এগুলি অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে

Rtv আজ এবং আগামীর

২৮, ২৯, ৩০ এপ্রিল ২০১৫

দেশের বিভিন্ন স্থানে তামাক কোম্পানির সহায়তায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যাপকতা পাচ্ছে মানব দেহ ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর তামাকচাষ। আতঙ্কের বিষয় হচ্ছে তামাকচাষে ঝুঁকে পড়ছে শিশু-কিশোরসহ নানা বয়সের মানুষ। এক্ষেত্রে বাধা না দিয়ে বরং পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসছে প্রশাসন। বান্দরবান, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও খাগড়াছড়ি প্রতিনিধির সহায়তায় তামাক নিয়ে রাজিব খানের **ধারাবাহিক প্রতিবেদনের প্রথম পর্ব আজ।**

ঝিনাইদহে এবছর তামাকচাষ হয়েছে ৯২৫ হেক্টর জমিতে, জেলার উদয়পুর, গাড়াগঞ্জসহ এলাকায় কেবল তামাক আর তামাক। এলাকার সব পরিবারই ধীরে ধীরে জড়িত হয়ে পড়ছে তামাকচাষে। তামাক তৈরিতে পুরো প্রক্রিয়ায় বড়দের সঙ্গে থাকছে ছোট শিশুরাও। ফলে পুরো পরিবারই থাকে ঝুঁকির মধ্যে। তামাক চাষের কারণ সম্পর্কে স্থানীয় একজন কৃষক বলেন বলেন, "ধান, আখ করতাম, তা করে লাভবান হয় না। এসমস্ত বাদ দিয়ে দিছি। তামাকের চাষ করি পেটের ভাত হয় এতেই লাভবান আমরা।"

অপর একজন কৃষক বলেন, "কোম্পানি আমাকে এডভান্স টাকা দিয়েছে এজন্য করছি।" তামাকের কাজে জড়িয়ে পড়া এই শিশুটি বলে, "আমার আম্মুর সাথে গুছি গুছি তামাক কাটছি।" অপর একজন শিশু তামাকের কাজ সম্পর্কে বলে যে, সে তামাক গুছিয়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে গুছিয়ে রাখতে সাহায্য করে। তামাক চাষে নারীদের জড়িয়ে পড়া সম্পর্কে স্থানীয় একজন নারী জানান, "সবাই মিলে চাষ করা হয়, কাজ কাম করা হয়, এজন্য খরচাটা কমে।" তবে তামাক চাষের ক্ষতির কথা জেনেও চাষ করছেন এই কৃষক, "আমরা জানি যে তামাকের চাষ ক্ষতিকর, শিশুদের জন্য, বড়দের জন্যেও। কিন্তু গরিব মানুষদের জন্য কিছু কর্ম করে তো খেতে হবে। কেউ কেউ আবার সরাসরি তামাক চাষের বিপক্ষে কথা বলেন, "পুলিশ দিয়ে এদের ঠেকানো দরকার। তামাকচাষ তো হল ক্ষতিকর।" তামাক চাষের ক্ষতি সম্পর্কে একজন নারী বলেন, "তামুক ক্ষেতটা বন্ধ করা ভাল। ধানটান করা যায় না।" তামাক চাষের ক্ষতি নিয়ে একজন স্বাস্থ বিশেষজ্ঞ বলেন, "তামাক পাতা পোড়ালে বায়ুদূষণ জনিত যেমন, এজমা, ব্রংকাইটিজ, নিউমোনিয়া বৃদ্ধি পাবে। এজন্য তামাকচাষ নিরুৎসাহিত করতে হবে।"

তামাক কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে চাষিদের উৎসাহ দেওয়াসহ রয়েছে নানা অভিযোগ। আর সবকিছু জেনেও নির্বাক গরিব পরিবারগুলো। পরিচয় প্রকাশ হলে কোম্পানিগুলো তামাক কিনবে না এমন ভয়ে ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি নন অনেকে। কোন সদুত্তর মেলেনি কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকেও। এসব বন্ধে আইনের অভাবকেই দায়ী করল জেলা প্রশাসন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক শাহ মোহা: আকরামুল হক বলেন, তামাকচাষ নিয়ন্ত্রণের জন্য তামাকের বিকল্প ফসল হিসাবে এখানে শাক-সবজি, ফল-মূল এগুলোর আবাদ সম্প্রসারিত হচ্ছে। সরকার হয়তো এখান থেকে বেশকিছু কর পায় যে জন্য সরাসরি বন্ধ করছে না। স্থানীয় প্রশাসনের একজন নাম প্রকাশ না করে বলেন যে তামাক কোম্পানিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার মত কোন আইন আছে কি না তা আমাদের জানা নেই। আমরা বিভিন্ন সময় জনগণের সাথে মত বিনিময়ের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তামাকচাষ বন্ধে সরকার এখনই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে এমনই দাবি এলাকার সাধারণ মানুষের। ■

পরিচয় প্রকাশ হলে কোম্পানিগুলো তামাক কিনবে না এমন ভয়ে ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি নন অনেকে। কোন সদুত্তর মেলেনি কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকেও।

তামাকচাষে নষ্ট হচ্ছে ফসলী জমি। বেশি লাভের আশায় ক্ষতিকর চাষটিতে আগ্রহী হচ্ছে কৃষকরা। এতে করে মাটির উর্বরতা যেমন কমছে তেমনি কমছে খাদ্য শস্যের চাষ। বান্দরবান, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, রংপুর ও খাগড়াছড়ি প্রতিনিধির সহায়তায় তামাক নিয়ে রাজিব খানের **ধারাবাহিক প্রতিবেদনের দ্বিতীয় পর্ব আজ।**

চলতি বছরে এখানে তামাকচাষ হয়েছে প্রায় ৫০ হাজার হেক্টর জমিতে। অথচ একসময় এসব জমিতে ধান, ভুট্টা, আলু, সরিষাসহ বিভিন্ন ফসলের চাষ হত। অধিক লাভের আশায় তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন চাষিরা। যা থেকে বাদ পড়ছে না শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আশেপাশের জমিও। তামাকচাষে কোম্পানি কি সহায়তা দেয় এমন প্রশ্নের জবাবে এক কৃষক জানান, "ইউরিয়া, টি এস পি সার দেয়। গ্যারান্টি দেয় তামাকের গ্রেড দেখে। উপযুক্ত তামাক হলে পরে উপযুক্ত রেট দিবে, না হলে পরে দিবে না।" পাতা কেনার সময় কোম্পানি কোন গড়িমসি করে কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে এক কৃষক বলেন, "কোম্পানি যেভাবে প্রতিশ্রুতি দেয় চাষিদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য, সেই অনুপাতে আমরা অনেক সময় তামাক লাগাই,

> “জানা গেছে, ১ কেজি তামাক পোড়াতে দরকার ৫ কেজি কাঠ। কাঠ যোগাতে উজাড় হচ্ছে গাছ গাছালি। এছাড়া একবার তামাকচাষ করলে পরের পাঁচ বছর ঐ জমিতে আগের মত খাদ্য শস্য জন্মে না। বার বার তামাকচাষ করলে একসময় ঐ এলাকার মাটি রবি ফসল উৎপাদনে অক্ষম হয়ে পড়ে।”

লাগালে পরে কেনার সময় কোম্পানির লোকজন আইসে একটা রাফ আচরণ করে।” আরেক কৃষকের দাবি, “তামাকচাষি মূলত যা আবাদ করে তার চেয়ে বেশি লাভবান হয় ব্যবসায়ীরা।”

বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী জমিতে তামাকচাষের কারণে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রমে বাধা পড়ছে কি না জানতে চাইলে ক্যামেরার সামনে কথা বলতে চাইলেন না স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। সরেজমিনে দেখা গেছে, এলাকায় তামাকচাষ করায় লেখাপড়া নষ্ট হচ্ছে অনেক কোমলমতি শিক্ষার্থীর। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় এক শিক্ষার্থী বলেন, “সব লোক পাতার পেছনে থাকে, খাওয়ার সময় পায় না, স্নান করার সময় পায় না। আমার যেদিন কাজের চাপ বাজে সেদিন আমি স্কুলে যাতি পারি না। পড়াশুনোর ক্ষতি হচ্ছে, সবদিকেই ক্ষতি হচ্ছে।”

জানা গেছে, ১ কেজি তামাক পোড়াতে দরকার ৫ কেজি কাঠ। কাঠ যোগাতে উজাড় হচ্ছে গাছ গাছালি। এছাড়া একবার তামাকচাষ করলে পরের পাঁচ বছর ঐ জমিতে আগের মত খাদ্য শস্য জন্মে না। বার বার তামাকচাষ করলে একসময় ঐ এলাকার মাটি রবি ফসল উৎপাদনে অক্ষম হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে কুষ্টিয়ার পরিবেশবিদ গৌতম কুমার রায় বলেন, “তামাক মানবদেহ থেকে শুরু করে যখন মাটিতে চাষ করে তখন মাটির সমস্যা হয়। কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেনের তারতম্য ঘটায়। আমরা যদি বৃক্ষ সম্পদের কথা চিন্তা করি, তাহলে দেখা যাবে যে ভাটি ঘরে ১ কেজি তামাকের জ্বালানী হিসাবে ৫ কেজি খড়ি ব্যবহার করার পরে তার প্রসেসিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই ভাবে পরিবেশের প্রত্যেকটি পর্যায়েই তামাক হচ্ছে ক্যানসারের মত একটা ক্ষত। মাটির যে জৈব গুণাগুণ বিশেষ করে যে ৫ শতাংশ জৈব গুণাগুণ থাকার কথা তার প্রায় সবটুকু নি:শেষ হয়ে যায়। ফলে মাটি কংকাল-সার দেহ নিয়ে বেঁচে থাকে। সে তার বীজ কে লালিত পালিত করতে পারে না। ফসল উৎপাদন হয় না।”■

সমতল ভূমির পর পাবর্ত্য এলাকাতে ছড়িয়ে পড়েছে তামাকচাষ। এখনই প্রতিরোধ না করলে শেষ পর্যন্ত জাতির জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে এই তামাক। বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি প্রতিনিধিদের সহায়তায় তামাক নিয়ে রাজিব খানের ধারাবাহিক প্রতিবেদনের শেষ পর্ব।

বান্দরবানের রোয়াংছড়ি, লামা, আলিকদম, ন্যাইক্ষংছড়ি, থানচি, রুমা ও জেলার সদর উপজেলার অনেক ফসলি জমিতে রবি শস্যের বদলে ব্যাপক হারে চাষ হচ্ছে তামাক। পাহাড় ও নদীর তীর কেটে অপরিকল্পিত এই চাষের কারণে বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী অঞ্চলে বিরুপ প্রভাব পড়ছে। তামাক চাষের ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে স্থানীয় কৃষকদের ভাষ্য, “বিভিন্ন রকমের সার ও কীটনাশক ব্যবহার করায় উপকারী পোকামাকড়গুলোও মরে যাচ্ছে”, “তামাকচাষ করে তো আমাদের অসুখ বিসুখ বেশি হয়। মাথা ঘুরায়, বমি হয়”। এত ক্ষতি জেনেও কেন তামাক চাষ করছেন এমন প্রশ্নের জবাবে এক কৃষক বলেন “বাধ্য হয়ে আমরা তামাক ক্ষেতি করতেছি। কারণ আমাদের কোন উপায় নেই”। আর একজন কৃষক জানান “লাভ দেখতিছিনা, হয়রানির শিকার তবুও করন লাগে, এই অবস্থার মধ্যে এখন আমরা।”

বিভিন্ন সময় উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়ায় হতাশ চাষিদের লুফে নিয়েছে কয়েকটি তামাক কোম্পানি। অধিক মুনাফা লাভের প্রলোভন দেখিয়ে, তামাক চাষে উৎসাহ দিতে নগদ অর্থ, সার ও বীজ সহায়তা দিচ্ছে তারা। যদিও তামাক প্রক্রিয়াজাত শেষে চাষিরা ঋণ এর টাকা বিশেষ করে বীজ ও সার এর মূল্য পরিশোধ করতে গিয়ে খালি হাতে ফিরছেন। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানায়, “তামাকগুলো প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় পরিবারের ছেলে আবাল বৃদ্ধ থেকে শুরু করে সবাই স্বাস্থ্যগত হুমকির মুখে পড়ছে।” আরেকজন জানালেন, “তামাক পাতা পোড়াতে গিয়ে পাহাড়ের গাছপালা কেটে বন উজাড় করছে। এর ফলে প্রাকৃতিক ভারসম্য নষ্ট হতে যাচ্ছে।” স্কুলগামী এক শিশু জানায়, “তামাকের গন্ধের জন্য স্কুলে যাতায়াত করতে পারি না। আমাদের নাক জ্বালা পোড়া করে।”

তামাকচাষ বন্ধে আইন নেই, তবে তামাকচাষিদের নিরুৎসাহিত করতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন জেলা প্রশাসক। এ প্রসঙ্গে খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ওয়াহিদ বলেন, “তামাকটি যখন শুকানো হয় তখন প্রচুর ধোঁয়া বের হয়। ধোঁয়াটা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। এই ক্ষতিকারক দিকটি বিবেচনা করে পরিবেশ আইনে মোবাইল কোর্ট করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করেছি।” এ বিষয়ে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক জানান, “নানাবিধ নিরুৎসাহিতকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে গত ২-১ বছরের তুলনায় তামাকের আবাদ কমানো সম্ভব হয়েছে।” স্কুলের পাশে তামাকের আবাদ প্রসঙ্গে স্থানীয় একজন শিক্ষক বলেন, “আমাদের শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী পতিত জমিতে তামাকচাষ না করাই শ্রেয়।” ফসলি জমি রক্ষায় এবং রবি শস্যের জন্য চাষিদের ভাল মানের বীজ বিতরণ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করা হলে দেশের লাখ লাখ হেক্টর জমি উর্বরতা হারাবে, কমে যাবে ফসল উৎপাদন। সবমিলিয়ে হুমকিতে পড়বে পরিবেশ এমনটা আশংকা সাধারণ মানুষের। ■

SA TV

৩০ এপ্রিল ২০১৫

কোনো ভাবেই আইন মানছে না তামাক কোম্পানিগুলো। শেষ পর্যন্ত বিধি-বিধান আর সকল ধারাকে উপেক্ষা করে চলছে তামাকজাতপণ্য সিগারেট-বিড়ির প্রচার-প্রচারণা। নতুন ধূমপায়ী তৈরিতে পিছিয়ে নেই তামাক কোম্পানির বিক্রয় কৌশল। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিশেষ নজরদারি ও ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার পাশাপাশি আইনের বিধানগুলো সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা জরুরি। তা না হলে জনস্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকির মুখে পড়বে বলেও আশংকা তাদের। আরো জানাচ্ছেন এম এম বাদশা।

বেসরকারি গবেষণায় দেখা যায় বাংলাদেশে ধূমাপায়ীর সংখ্যা ২ কোটিরও বেশি, যাদের বেশির ভাগই বিড়ি বা সিগারেট সেবনকারী। এদেরই একজন আমজাদ আলী। ধূমপান করলে কি সমস্যা হয় এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন "ধূমপানের কারণে বিভিন্ন মারাত্মক রোগ দেখা দেয়। এই রোগগুলোর মধ্যে প্রধান রোগ হলো লাং ক্যান্সার বা ফুসফুসের ক্যান্সার।" ধূমপানের কারণে পরোক্ষভাবে ক্ষতির শিকার হচ্ছেন প্রায় ৪ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ। আর্থিক হিসাবে স্বাস্থ্য খাতে এই ক্ষতির পরিমাণ বছরে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা এমন তথ্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার। তাই জনস্বাস্থ্যকে বিবেচনায় রেখে ২০০৫ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন করে সরকার। যেখানে তামাকপণ্যের প্রচারণা বন্ধ, নির্ধারিত জনবহুল স্থানসমূহে ধূমপান নিষিদ্ধ, স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রচার এবং আইনের বিধিবিধান কার্যকরে দায়িত্বশীল কর্মকর্তার ক্ষমতা নির্ধারণ করা হয়। এরপরেও মহাখালি ক্যান্সার ও বক্ষব্যাধি হাসপাতালের গেটে চায়ের দোকানগুলোসহ রাজধানির বিভিন্ন স্থানে চলছে সিগারেট কোম্পানির তামাকপণ্যের প্রচার-প্রচারণা।

কোম্পানি থেকে দোকানদারদেরকে কি কি উপহার দিয়ে থাকে এমন প্রশ্নের জবাবে এক দোকানি জানায়, "হেরা বাক্স দিতাছে, আমগো এলাকায় সাড়ে বারোশো সেলাই মেশিন দিছে, মাঝে মাঝে গেঞ্জি নগদ টাকা দেয়, আর দোকানের সামনে সিগারেটের খালি প্যাকেটের বোর্ড ঝুলিয়ে রাখার জন্য মনে করেন মাসে ৮০০ টাকা করে দেয়।" কোম্পানির এসব প্রচারণা বন্ধে করণীয় কি এমন প্রশ্নের জবাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য অধ্যাপক ডা. অরুপ রতন চৌধুরী বলেন, "তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে প্রথমে তামাক কোম্পানিগুলোকে আইন লঙ্ঘনের দায়ে জরিমানা করা।" এ প্রসঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ রোকন উদ-দৌলা বলেন, "যেহেতু এই আইনটা বর্তমানে মোবাইল কোর্টের আওতাভুক্ত আছে সেহেতু মোবাইল কোর্টের দায়িত্বে নিয়োজিত যেসব বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরা এবং মামলা দেবার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যেসব কর্মকর্তা নিয়োজিত আছেন তারা যদি সমন্বয় করে বলিষ্ঠভাবে এই আইনটা প্রয়োগ করে তাহলে আইন ভঙ্গের অভ্যাস আস্তে আস্তে কমে যাবে।"

অনতি বিলম্বে আইনের বিধানগুলো প্রয়োগ এবং যথাযথ বাস্তবায়ন না করা গেলে জনস্বাস্থ্য হুমকির মুখে পড়বে এমন আশংকা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার। এ প্রসঙ্গে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার টোব্যাকো কন্ট্রোল বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত টেকনিক্যাল অফিসার ডা: সৈয়দ মাহফুজুল হক বলেন, "আইন ভঙ্গ করে তামাকপণ্যের বিজ্ঞাপন যদি চলতে থাকে তাহলে তরুণ প্রজন্ম তামাকের প্রতি আকৃষ্ট হবে।" আইনের বাস্তবায়নের পাশাপাশি আইন সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা সরকারের দায়িত্ব বলেও মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

> আর দোকানের সামনে সিগারেটের খালি প্যাকেটের বোর্ড ঝুলিয়ে রাখার জন্য মনে করেন মাসে ৮০০ টাকা করে দেয়

সকালের খবর

২৯ এপ্রিল ২০১৫

বাজেটে কর কমাতে তামাক কোম্পানিগুলোর দৌড়ঝাঁপ

নিজস্ব প্রতিবেদক : আসছে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেটে কর কমাতে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছে তামাক কোম্পানিগুলো। সুবিধাজনক কর অব্যাহতি পেতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সঙ্গে প্রাক-বাজেট আলোচনায় অংশ নিতে যাচ্ছে সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (সিএমএবি)। আজ দুপুর সাড়ে ১২টায় রাজস্ব বোর্ডের সভাকক্ষে এ বৈঠক অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। এ বিষয়ে ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডসের সাবেক কান্ট্রি ডিরেক্টর তাইফুর রহমান বলেন, শুধু তামাকজাত পণ্যের মূল্যস্তর না বাড়িয়ে এসব পণ্যের ওপর সম্পূরক শুল্কহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়িয়ে দাম বাড়াতে হবে। তিনি আরও বলেন, প্রতিবছর দামি সিগারেটের দাম কিছুটা বাড়ে। কিন্তু কম দামি সিগারেটের দাম খুব কম বাড়ছে। আর যেটুকুও বাড়ছে, এতে লাভবান হচ্ছে তামাক কোম্পানিগুলো। সরকার কিছুই পাচ্ছে না। তাই সিগারেটের মূল্যস্তর প্রথা তুলে দিতে হবে। ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অব টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) আর্টিক্যাল ৫.৩ ভঙ্গ করে তামাক কোম্পানিগুলো যাতে গত অর্থবছরের মতো এবারও গোপন বৈঠক না করতে পারে সেজন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।

সূত্র জানায়, এর আগে ২২ মার্চ বিএটিবির চেয়ারম্যানসহ তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত করে আগামী ২০১৫-১৬ বাজেটে তামাকের বিদ্যমান কর কমানো, ধাপ পুনর্বিন্যাস ও বিদেশি সিগারেটের চোরাচালান বন্ধের দাবি জানিয়েছেন বলে জানা গেছে। সূত্র জানায়, আইন প্রণয়নের পাশাপাশি তামাকপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি তামাক ব্যবহার হ্রাসের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম কার্যকর পদ্ধতি। তামাক নিয়ন্ত্রণে তামাকপণ্যের ওপর করারোপের কার্যকারিতা এমনকি তামাক কোম্পানির দ্বারাও স্বীকৃত। কিছু বিষয় বিবেচনায় নিয়ে তামাক পণ্যের ওপর অধিকমাত্রায় করারোপ করা জরুরি বলে মনে করছে প্রজ্ঞাসহ তামাকবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সংগঠনগুলোর সংশ্লিষ্টরা।

তামাকের কর সংক্রান্ত এক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, তামাকপণ্যের ওপর ৭০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক ধার্য করা হলে এক বছরে বাংলাদেশে ১ হাজার ৩৬০ কোটি শলাকা সিগারেট ও বিড়ির ব্যবহার কমবে এবং তামাক খাত থেকে বাড়তি রাজস্ব অর্জিত হবে ১ হাজার ৫৮৮ কোটি টাকা। ২০০৪ সালে তামাকপণ্যের ব্যবহার ছিল ৩৭ শতাংশ, ২০০৯ সালে এসে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৩ শতাংশে। আর বাড়তি চাহিদা মেটাতে বাড়ছে এর উত্পাদনও। ১৬ বছরে উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। ১৯৮১ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ২৪ বছরের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বাংলাদেশে সিগারেটের প্রকৃত মূল্য যখনই বেড়েছে, তখনই এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে।

আইন প্রণয়নের পাশাপাশি তামাকপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি তামাক ব্যবহার হ্রাসের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম কার্যকর পদ্ধতি। তামাক নিয়ন্ত্রণে তামাকপণ্যের ওপর করারোপের কার্যকারিতা এমনকি তামাক কোম্পানির দ্বারাও স্বীকৃত। কিছু বিষয় বিবেচনায় নিয়ে তামাক পণ্যের ওপর অধিকমাত্রায় করারোপ করা জরুরি বলে মনে করছে প্রজ্ঞাসহ তামাকবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সংগঠনগুলোর সংশ্লিষ্টরা

ইত্তেফাক
২৫ এপ্রিল ২০১৫

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা এক যুগেও বাস্তবায়ন করেনি বাংলাদেশ

হাসান সোহেল : এফটিসি'তে প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ হয়েও তামাকজাতদ্রব্যের মোড়ক, কার্টন বা কৌটার উভয় পার্শ্বে ছবি সংবলিত স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা এক যুগেও বাস্তবায়ন করেনি বাংলাদেশ। এই সুযোগে তামাক কোম্পানিগুলো জনস্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করেছে। তবে দেরিতে হলেও পদক্ষেপ নিয়েছে বাংলাদেশ। আগামী বছরের ১৫ মার্চ থেকে তামাকজাতপণ্যের মোড়কে স্বাস্থ্য সতর্কতার ছবি ব্যবহার বাধ্যতামূলক হচ্ছে। এই নির্দেশ দিয়ে গত ১৫ মার্চ গেজেট প্রকাশ করেছে সরকার। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য) রোকসানা কাদের বলেন, বিধিমালার গেজেট দেরিতে হলেও জারি করা হয়েছে। গেজেট জারির দিন থেকেই এটি কার্যকর হবে। তবে বিধিমালাটি চূড়ান্ত না হওয়ায় ধূমপান ও তামাকজাতদ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন-২০১৩ পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা যাচ্ছিল না বলে উল্লেখ করেন তিনি। রোকসানা কাদের বলেন, এটি জারি হওয়ায় আইন বাস্তবায়নে আর কোনো বাধা নেই। প্রসঙ্গত, এর আগে ২০০৫ সালের আইন সংশোধন করে ধূমপান ও তামাকজাতদ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩ সালের ২৯ এপ্রিল জাতীয় সংসদে পাস হয়। এদিকে, গেজেট প্রকাশ হওয়ায় নির্দিষ্ট সময়ের পর এই আইন লঙ্ঘন করলে অনূর্ধ্ব ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক দুই লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে। একই সঙ্গে কোনো ব্যক্তি দ্বিতীয়বার একই ধরনের অপরাধ করলে পর্যায়ক্রমিকভাবে দ্বিগুণ হারে দণ্ডিত হবেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, সিগারেট-বিড়ির প্যাকেটের মোড়কে ছবি সংবলিত সতর্কবাণী প্রবর্তন হলে ধূমপান কমাতে সহায়ক হবে। কারণ যারা লিখতে পড়তে পারেন না, তারা ছবি দেখে ধূমপানের ক্ষতিকর দিকটি উপলব্ধি করতে পারবেন। কথায় আছে, হাজার শব্দের চেয়ে একটি ছবি অনেক শক্তিশালী। তবে ছবি হতে হবে স্পষ্ট ও স্বচ্ছ। ছবিকে অবশ্যই বক্তব্যধর্মী হতে হবে। বর্তমানে সিগারেট, বিড়ির প্যাকেটের মোড়কে শুধু সতর্কবাণী রয়েছে। তাদের মতে, এফসিটিসি'তে স্বাক্ষর করার পর ইতোমধ্যে এক যুগ অতিবাহিত হয়েছে। এই সময়ে তামাক ও ধূমপানবিরোধী কার্যক্রম জোরদার হলেও এর ব্যবহারকে নিরুৎসাহিতকরণ কার্যক্রমে খুব একটা সাফল্য আসেনি। এমনকি ধূমপান নিয়ন্ত্রণের যে কয়টি বিশেষ পদ্ধতি ট্যাক্স, স্বাস্থ্য সতর্কবাণী, কাউন্সিলিং ও বিজ্ঞাপন বন্ধ করা কোনোটিই সঠিকভাবে কার্যকর হয়নি।

সম্প্রতি জারিকৃত বিধিতে দেখা যায়, তামাকজাতদ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটার উভয় পার্শ্বের ন্যূনতম অর্ধেক স্থানজুড়ে রঙিন

উৎপাদিত প্রতিটি ব্র্যান্ডের তামাকজাতদ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে এ সতর্কবাণী এবং সংশ্লিষ্ট ছবিসমূহ প্রতি তিন মাস পর পর পরিবর্তন করার কথা রয়েছে। সচিত্র সতর্কবাণী এমনভাবে ছাপতে হবে, যাতে তা স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল সংযুক্তির বা অন্য কোনো কারণে ঢেকে না যায়।

ছবি ও লেখা সংবলিত স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান করার কথা বলা হয়েছে। ধূমপানের কারণে গলায় ও ফুসফুসে ক্যান্সার হয়, শ্বাস-প্রশ্বাসে সমস্যা, স্ট্রোক, হৃদরোগ এবং ধূমপান ও পরোক্ষ ধূমপানে গর্ভের সন্তানের ক্ষতির বিষয়গুলো লেখার নির্দেশ আছে বিধিমালায়। এছাড়া ধোঁয়াবিহীন তামাকজাতদ্রব্যের সেবনে মুখে ও গলায় ক্যান্সার এবং গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়– এ সম্পর্কিত সতর্কবাণী প্রচার করার নির্দেশ রয়েছে। বিধি অনুযায়ী, মোড়কে 'শুধুমাত্র বাংলাদেশে বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত' লেখা না থাকলে কোনো তামাকজাতদ্রব্য বিক্রয় করা যাবে না। পাশাপাশি জনস্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ও ঝুঁকি সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা তৈরির উদ্দেশ্যে তামাকজাতদ্রব্যের মোড়কে লাইট, মাইল্ড, লো-টার, এক্সট্রা, আল্ট্রা শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। আইনে উৎপাদিত প্রতিটি ব্র্যান্ডের তামাকজাতদ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে এ সতর্কবাণী এবং সংশ্লিষ্ট ছবিসমূহ প্রতি তিন মাস পর পর পরিবর্তন করার কথা রয়েছে। সচিত্র সতর্কবাণী এমনভাবে ছাপতে হবে, যাতে তা স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল সংযুক্তির বা অন্য কোনো কারণে ঢেকে না যায়। সরকার সর্বোচ্চ ২ বছর পর পর ছবি ও সতর্কবাণীসমূহ পুনর্মূল্যায়ন করে প্রয়োজনে নতুন ছবি ও সতর্কবাণী অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে বলেও বিধিমালায় বলা হয়েছে।

জানা যায়, এফসিটিসি (তামাক নিয়ন্ত্রণ কনভেনশন) স্বাক্ষর জনস্বাস্থ্যে বাংলাদেশের একমাত্র চুক্তি। জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ধূমপান ও তামাকজাতদ্রব্যের ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করতে ২০০৩ সালের ১৬ জুন এফসিটিসি স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ। ২০০৪ সালের ১০ মে এতে অনুস্বাক্ষরও করা হয়। এ চুক্তির কারণে সরকারের জন্য জরুরি হয়ে পড়েছে– তামাক পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ, ধূমপান ও তামাকজাতদ্রব্যের প্রচারণা নিষিদ্ধ করা, অপ্রাপ্ত বয়স্কদের কাছে বিক্রি নিষিদ্ধ করা এবং করারোপের মাধ্যমে তামাকের নিয়ন্ত্রণ করা। এফসিটিসিতে স্বাক্ষরকারী অধিকাংশ দেশ এসব আইন বাস্তবায়ন করলেও বাংলাদেশ এখনো অনেক পিছিয়ে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশের ৪৩ শতাংশ (৪ কোটি ১৩ লাখ) প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাক ব্যবহার করে। ধূমপান ও তামাকজাতদ্রব্যের ব্যবহারে যা বিশ্বের শীর্ষে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বে প্রতি বছর ৬০ লাখ মানুষ তামাক ও তামাকজাতদ্রব্যের ব্যবহারে মৃত্যুবরণ করছে। যার মধ্যে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হয়ে মারা যায় ৬ লাখ মানুষ। তাই এখনই তামাকজাতদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে ২০৩০ সাল নাগাদ এ কারণে মৃত্যুর সংখ্যা ৮০ লাখে দাঁড়াবে। যার ৮০ শতাংশই বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর। পাশাপাশি এই ধারা অব্যাহত থাকলে এই শতকে শতকোটি মানুষ মারা যাবে। এর মধ্যে বেশিরভাগই মধ্যবয়সী।

আমাদের দেশের নিরক্ষর মানুষই বেশি ধূমপান করে। তারা পড়তে জানে না। ছবি থাকলে তারা তামাকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝতে পারবে। বাংলাদেশে বর্তমানে সিগারেটের প্যাকেটে ও বিজ্ঞাপনে ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর– এ সর্তকবাণী প্রদান করছে। যা মানুষের কোনো কাজেই আসে না।

এদিকে, তামাক ব্যবহারকারীদের মধ্যে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেশি যারা 'বিড়ি' সেবন করেন। যে কারণে যক্ষ্মা রোগে মৃত্যুর হারের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বে ৬ষ্ঠ আমাদের দেশে বছরে ৭০ হাজার মানুষ যক্ষ্মা রোগে মারা যায়। ধূমপান যক্ষ্মা রোগের মৃত্যুঝুঁকি অনেক বাড়িয়ে তোলে এমনই অভিমত চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের। দেশে পরিচালিত অপর এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বাংলাদেশে প্রতি বছর ৯৫ হাজার মানুষ তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে মৃত্যুবরণ করছে। এমনকি অন্য একটি গবেষণায় ওঠে এসেছে, দেশে প্রতি বছর প্রায় দেড় লাখ মানুষ মারা যাচ্ছে তামাকজনিত কারণে। গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে অনুযায়ী, বিশ্বের ৪ শতাংশ তামাক ব্যবহারকারী বাংলাদেশে। এ হিসেবে প্রতি বছর ২ লাখ মানুষ মৃত্যুবরণ করছে। দিনে যা ৪০০ জন। তবে ২০০৪ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণায় প্রতি বছর মৃত্যুর পরিমাণ ছিল ৫৭ হাজার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত বলেন, তামাকজাতদ্রব্যের মোড়কে সচিত্র সতর্কবাণী থাকলে সেবনকারীদের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন করা সম্ভব। একটি ছবি হাজার শব্দের চেয়ে শক্তিশালী। পাশপাশি ভয়ঙ্কর এসব সচিত্র সতর্কবার্তা সংবলিত সিগারেটের প্যাকেট চোখে পড়লে শিশুরা ভয় পাবে বলে তামাকসেবীরা তা বাসায়ও নিয়ে যেতে পারবে না। এতে সিগারেটসহ তামাকের ব্যবহার কমবে। গবেষণায় দেখা গেছে, তামাকজাতদ্রব্যের মোড়কে স্বাস্থ্য ক্ষতির ছবি সেবনকারীকে তামাক ব্যবহার থেকে বিরত রাখে। এছাড়া আমাদের দেশের নিরক্ষর মানুষই বেশি ধূমপান করে। তারা পড়তে জানে না। ছবি থাকলে তারা তামাকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝতে পারবে। বাংলাদেশে বর্তমানে সিগারেটের প্যাকেটে ও বিজ্ঞাপনে ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর– এ সর্তকবাণী প্রদান করছে। যা মানুষের কোনো কাজেই আসে না। কারণ বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, বেশির ভাগ ধূমপায়ী তামাকের কারণে কোন কোন রোগ হয় তা জানেই না। তাই প্যাকেটে কোন কোন রোগ হয় তা লেখা ও এসবের ছবি থাকা দরকার। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে ছবিসহ সতর্কবাণী প্রদান করা হলেও এক্ষেত্রে পিছিয়ে শুধু বাংলাদেশ। শ্রীলংকা, নেপাল, পাকিস্তান, ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে তামাকজাতদ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ সতর্কবাণী প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কানাডা, ব্রাজিল, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া এবং থাইল্যান্ডে সিগারেটের প্যাকেটে শতভাগ সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কীকরণ বাণীর ব্যবস্থা করেছে।

ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডসের বাংলাদেশ প্রতিনিধি তাইফুর রহমান বলেন, বাংলাদেশের তুলনায় দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশই তামাক নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে। এবছরের প্রথম দিকে পাকিস্তান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পাস করেছে, গত ৩০ মার্চ থেকে তামাকজাতদ্রব্যের মোড়কের উভয় পাশের ৮৫ শতাংশ অংশে ছবিসহ সতর্কবাণী প্রদান করেছে। গত ১ এপ্রিল থেকে একই রকম আইন কার্যকর করেছে ভারত। দক্ষিণ এলাকার নেপাল শক্তিশালী তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পাস করছে এবং আগামী ১৫ মে থেকে তামাকজাতদ্রব্যের মোড়কে ৯০ শতাংশ অংশে ছবিসহ সতর্কবাণী প্রদান করছে। শ্রীলংকা আগামী ১ জুন থেকে তামাকজাতদ্রব্যের মোড়কে ৮০ শতাংশ অংশে ছবিসহ সতর্কবাণী প্রদান

করবে। বাংলাদেশে সম্প্রতি তামাক নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা প্রণয়ন হওয়ায় আগামী বছরের ১৫ মার্চের পর থেকে এটি বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। তবে এতদিন তামাক কোম্পানির কূটকৌশলে এটি বাস্তবায়িত হয়নি বলে উল্লেখ করেন তিনি। এছাড়াও গবেষণায় দেখা গেছে, বহুজাতিক তামাক কোম্পানিগুলো আমাদের দেশে যে ধরনের সিগারেটের প্যাকেট ব্যবহার করতে পারে, তা পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশে ব্যবহার করতে পারে না। একই ব্যান্ডের সিগারেটের প্যাকেটে অনেক উন্নত দেশে ছবিসহ সতর্কবাণী প্রদান করতে হয়। উন্নত দেশ অপেক্ষা আমাদের শিক্ষার হার কম থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে তাদের স্বাস্থ্য সতর্কবাণী খুবই দুর্বলভাবে উপস্থাপন করে। আমাদের দেশের জন্য উপযোগী স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ব্যবহার করা উচিত। তবে এ দায়িত্ব অবশ্যই তামাক কোম্পানিকে প্রদান করা যাবে না। আইনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কঠোর মনিটরিংয়ের মাধ্যমে এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের চিকিৎসক প্রফেসর ডা. সোহেল রেজা চৌধুরী বলেন, তামাকজাতদ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ সতর্কবাণী খুবই জরুরি। কারণ, বাংলাদেশে বর্তমানে ৫৭ হাজার ধূমপায়ী হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, ক্যান্সারসহ তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে। মানুষকে তামাকের ক্ষতিকর বিষয়ে সচেতন করতে তামাকজাতদ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ সতর্কবাণী প্রদান পৃথিবীতে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর হিসেবে প্রমাণিত। তামাকের ব্যবহার কমানোর মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষের জীবনরক্ষা করতে ছবিসহ সতর্কবাণী প্রদানের বিকল্প নেই বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি। দি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়নএগেইনেস্ট টিবি অ্যান্ড লাং ডিজিজ (দি ইউনিয়ন)-এর জনস্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শক ইশরাত চৌধুরী বলেন, আমরা যখন মানুষের জীবন বাঁচানোর স্বপ্ন দেখি, তখন তামাক কোম্পানি তাদের লাভ কমে যাওয়ার ঝুঁকি দেখে। তামাকজাতদ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ সতর্কবাণী প্রদান বিলম্বের কারণে প্রতিদিনই শিশুদের তামাকের নেশায় ধাবিত করার সুযোগ পাচ্ছে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলো। তিনি বলেন, তামাক কোম্পানিগুলো জানে তামাকজাতদ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ সতর্কবাণী প্রদান করা হলে ধূমপায়ী, বিশেষত তরুণদের মধ্যে এর প্রভাব পড়বে। উৎপাদিত প্রতিটি ব্র্যান্ডের তামাকজাতদ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়ক আইনে এ সতর্কবাণী এবং সংশ্লিষ্ট ছবিসমূহ প্রতি তিন মাস পর পর পরিবর্তন করতে হবে। সচিত্র সতর্কবাণী এমনভাবে ছাপতে হবে যাতে তা স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল সংযুক্তির বা অন্য কোনো কারণে ঢেকে না যায়। সরকার সর্বোচ্চ ২ বছর পর পর ছবি ও সতর্কবাণীসমূহ পুনর্মূল্যায়ন করে প্রয়োজনে নতুন ছবি ও সতর্কবাণী অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে বলেও বিধিমালায় বলা হয়েছে।

bdnews24.com
Bangladesh's First Online Newspaper
17 April 2015

New law bans smoking even in private offices

With the amended tobacco control law defining all indoor work places as 'public place', smoking is not possible even in private office buildings.

Nurul Islam Hasib More than 45 percent people either smoke or chew tobacco in Bangladesh, making it one of the top five countries in tobacco consumption in the world. But tobacco industry lobbies are strong. Anti-tobacco activists say they delayed adoption of rules for implementing the 2013 amended law by nearly two years. The rules have finally been adopted on Mar 12 this year clearing the path for implementing the law that has broadened the definition of public places, increased penalties and introduced pictorial health warning in tobacco packages. “It’s a strong law no doubt, but the challenge lies in how it is implemented. Key role lies on the authorised officer,” ABM Zubair, executive director of an anti-tobacco NGO PROGGA told bdnews24.com.

Which is a public place?

The law defined 24 types of places as public place and eight types of vehicles as public transport where smoking is completely banned. But in some places they can keep designated smoking zone, but that place must be outside the main working building and beyond the path of non-smokers. “The zone (designated smoking zone) will be such a place from where smoke does not enter the non-smoking zone,” Taifur Rahman, Bangladesh coordinator of the US-based Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK), told bdnews24.com. “The main spirit of the law is to protect non-smokers from second-hand smoking”. Educational institutions, government offices, semi-government offices, non-government offices, indoor work places, office of autonomous bodies, libraries, elevators, hospitals and clinic building, court buildings, and restaurants covered by four walls have been defined as public places. Airport buildings, sea port buildings, river port buildings, railway station building, bus terminal building, cinema halls, exhibition halls, theatre halls, market buildings, and public toilets are also in the list. Children’s parks, fairs, places where passengers queue up for availing public vehicles, or any other place accessible for collective use by people are also defined as public places.

Besides, any other or all places declared by general or special order of the government or local government intuitions will be known as smoke-free places, according to the new law. It includes motor car, bus, train, tram, ship, launch, all kinds of mechanical public transports, aircrafts, or other transports notified by government official gazette will be defined as public vehicles where smoking is banned. Smokers in those places must pay Tk 300 as penalty, which will be doubled each time for repeat violations. Though the law kept smoking zone provision, it clearly mentioned some places where such zones cannot be allowed. Those are: educational institution, library,

66 These authorised officers will be able to enter and inspect any public place or transport as defined by the law and expel or remove any person violating the law. They can also destroy or seize illegal tobacco products. 99

hospital and clinic building, cinema hall, exhibition centre, theatre hall, restaurants covered by four walls, children's park, covered place for sports and physical training, and one-compartment public transport. Multi-compartment public transport like trains can keep a smoking zone, but it must be at the rear portion of the vehicle which is not used by passengers.

Implementation

This amended law has brightened the anti-tobacco image of Bangladesh as this has for the first time introduced the pictorial health warning. According to rules, tobacco companies must print those warnings by Mar 12 next year covering 50 percent of the package. Children, below 18 years of age, cannot buy or sell tobacco under the law that for the first time recognised smokeless tobacco like Zarda, which is culturally accepted but can cause cancer, as tobacco. The rules also empowered the authorities to prevent their staff or service seekers from smoking. Authorities must display the warning notice, remove all ashtrays, request the smoker not to smoke, expel them if needed, stop providing services, and finally can call in law enforcing agencies. They will be fined Tk 500 if they failed to prevent. The fine will be Tk 1000 for not displaying warning notice (abstain from smoking, it is a punishable offense) in their offices or buildings. Penalty will be doubled each time for repeat violations.

Authorised Officer

The law authorises some officials who can intercept, lodge complaint on behalf of a citizen, and call magistrates for realising fines. At Upazila level they would be the Upazila Nirbahi Officer or Upazila Health and Family Planning Officer or any equivalent or senior officer of Directorate General of Health Services or any officer authorised by the government. Besides, first class officers of the National Tobacco Control Cell, senior health education officer, officers authorised under Railways Act 1890, police officer not lower in rank than a Sub-Inspector (SI) and narcotics control department officials not less than assistant director are authorised this task. Sanitary inspectors, factory inspector, and first class officers of the fire brigade are also defined as authorised officers by this tobacco control law. These authorised officers will be able to enter and inspect any public place or transport as defined by the law and expel or remove any person violating the law. They can also destroy or seize illegal tobacco products. People must take their permission to lodge a complaint for, what the anti-tobacco activists say, preventing any intentional or unnecessary cases. "This violation is a cognisable offence. So police can take into account this offence and arrest those violating the law and produce them in court," the CTFK coordinator Rahman said. Tobacco companies cannot use their name and logo anywhere as the law has banned all forms of tobacco advertising including at shops.

ntv

১৬ এপ্রিল ২০১৫

বাজেটকে সামনে রেখে কর বাড়িয়ে তামাক পণ্যের দাম বাড়ানোর দীর্ঘদিনের দাবির সাথে অর্থ প্রতিমন্ত্রী একমত, কিন্তু হঠাৎ করেই বৈপ্লবিক কোন কিছু করা সম্ভব নয় বলেও মত দিচ্ছেন তিনি। কারণ তামাক কোম্পানি থেকে প্রচুর রাজস্ব আসে। বাস্তবতা হল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবে বাংলাদেশে যে রাজস্ব আয় আসে তার দ্বিগুণ স্বাস্থ্য খাতে খরচ হয় তামাকের কারণে। তামাক নিয়ে আশিকুর রহমান চৌধুরীর ধারাবাহিকের দেখুন দ্বিতীয় পর্ব।

বিড়ি সিগেরেট হল সেই জিনিস যেখানে প্রায় ৭ হাজার কেমিক্যাল আছে যার মধ্যে ৬৯টি ক্যান্সার সৃষ্টিকারী কেমিক্যাল। ক্যান্সার, হৃদরোগসহ যে ৮টি রোগে মানুষ মারা যায়, তার মধ্যে ৬টি রোগের জন্য তামাক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী। এখন থেকে ১১ বছর আগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবে বাংলাদেশে তামাকের কারণে প্রতি বছর মারা যায় ৫৭ হাজার মানুষ, সেই হিসাবটি প্রায় লাখের কাছাকাছি চলে গেছে বলে আশংকা করা হচ্ছে। বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা: গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক বলেন, ধূমপানের কারণে যেই রোগীগুলো আসে তার মধ্যে ফুসফুসের ক্যান্সার, মুখ-গহ্বরের ক্যান্সার থেকে শুরু করে এমনকি পরোক্ষ ধূমপায়ী হিসাবে আমাদের মা, বোনেরা স্তন ক্যান্সার, জরায়ুমুখের ক্যান্সারেও আক্রান্ত হচ্ছে।

পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে যারা উচ্চ হারে তামাকের উপর কর বাড়িয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণে অভাবনীয় সাফল্য দেখিয়েছে। বাংলাদেশও চাইলে সেপথে যেতে পারে। কিন্তু এই চাওয়া নিয়েই রয়ে গেছে বিতর্ক। অর্থনীতিবিদ কাজী খলীকুজ্জামান বলেছেন, যিনি পরিবারে আয় করেন তার যদি ক্যান্সার হয় তিনি যদি মারা যান পুরো পরিবারই পথে বসে যায়। এই বিষয়গুলোকে সামনে রাখতে হবে। একটা মানুষের জীবন তো সম্পূর্ণ তার কাছে। সংখ্যা দিয়ে এটা বলা যায় না যে একজন মারা গেছে ৫ জন মারা গেছে তো তাতে কি হয়েছে। সুতরাং আমরা যদি ওই ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করি তাহলে দেখব যে আমাদের অনেক ক্ষতি হচ্ছে।

তামাক কোম্পানিগুলো থেকে যে পরিমাণ আয় আসে সেইটা একটু হিসাব করলেই খুব সহজেই দৃশ্যমান করা যায় কিন্তু তার বিপরীতে তামাকের কারণে স্বাস্থ্যখাতে যে ক্ষতি হচ্ছে তা সহজেই দৃশ্যমান করা যায় না। কারণ সেই ক্ষতি তাৎক্ষণিক নয় দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে তামাক কোম্পানি থেকে আসা রাজস্ব আয়ের তুলনায় স্বাস্থ্যখাতে খরচ হয় দিগুণ। সেই কারণেই বাজেটকে সামনে রেখে সংশ্লিষ্টদের দাবি তামাকের উপর এমনভাবে যেন কর বাড়ানো হয়

পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে যারা উচ্চ হারে তামাকের উপর কর বাড়িয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণে অভাবনীয় সাফল্য দেখিয়েছে। বাংলাদেশও চাইলে সেপথে যেতে পারে। কিন্তু এই চাওয়া নিয়েই রয়ে গেছে বিতর্ক।

যেখানে বিড়ি সিগেরেটসহ অন্যান্য তামাক পণ্য খুব সহজেই যেন কিনতে না পারে। এ বিষয়ে অর্থপ্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, তামাক নিয়ে বিশ্বব্যাপীই নেতিবাচক ধারণা, আমরা এর থেকে পৃথক কেউ নই। কিন্তু একই সাথে এইটাও বলা উচিত হঠাৎ করে বৈপ্লবিক কোন কিছু করতে গেলে তাদেরও ক্ষতি হবে। আমাদের ক্ষতি নিয়ে আমরা চিন্তা করি না, তারা বিনিয়োগকারী তাদের ক্ষতি হবে। সুতরাং যেইসব বিনিয়োগকারীরা আছে তাদের প্রতি বার্তা দিতে চাই না ভয়ের, তাই আমরা পর্যায়ক্রমে কিন্তু অত্যন্ত শক্তভাবে দমনের চেষ্টা করছি, এই ধারা অব্যাহত থাকবে। বর্তমান বাজেটে আমাদের অবস্থানে তার প্রতিফলন দেখবেন। কর বাড়িয়ে প্রতি প্যাকেটের খুচরা মূল্য বৃদ্ধি করা কিংবা তামাক পণ্যকে বিভিন্ন স্তরে নয় এক স্তরে গণ্য করে এর উপরে সরাসরি কর বাড়ানোর সাথে পুরোপুরি একমত হতে পারলেন না অর্থ প্রতিমন্ত্রী।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৩ এপ্রিল ২০১৫

তামাক পণ্যের দাম ১০% বাড়ালে ব্যবহার কমে ৮ ভাগ

উন্নয়নশীল দেশ সম্পর্কে বিশ্বব্যাংকের গবেষণা সমীক্ষার তথ্য
এনবিআরের সঙ্গে তামাক কোম্পানিগুলোর বৈঠক ১৫ এপ্রিল

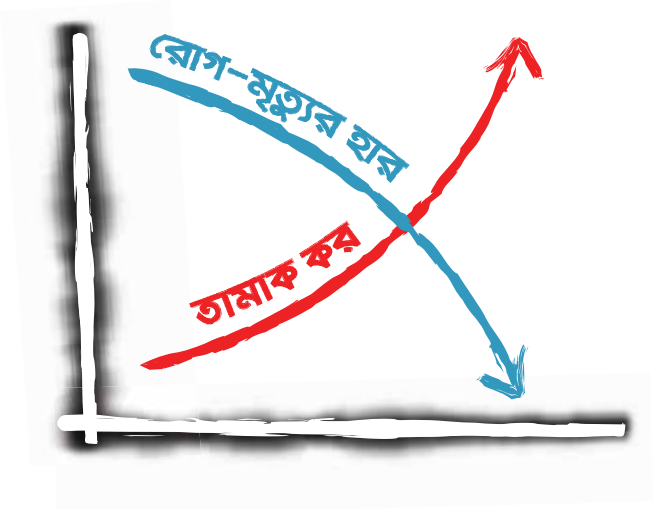

হামিদ-উজ-জামান মামুন রাষ্ট্রীয় কর কাঠামোকে প্রভাবিত করে সুবিধাজনক কর অব্যাহতি পেতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সঙ্গে প্রাক-বাজেট আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে সিগারেট মেনুফ্যাকচারার্স এ্যাসোসিয়েশন। আগামী ১৫ এপ্রিল বুধবার সকাল ১০ টায় রাজস্ব বোর্ডের সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এর আগে গত ২২ মার্চ বিএটিবির চেয়ারম্যানসহ তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত করে আগামী ২০১৫-১৬ বাজেটে তামাকের বিদ্যমান কর কমানো, ধাপ পুনর্বিন্যাস ও বিদেশী সিগারেটের চোরাচালান বন্ধের দাবি জানিয়েছেন বলে জানা গেছে। তামাক কোম্পানির অপতৎপরতায় বাজেটে কর বিষয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠক হবে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান নজিবুর রহমান জনকণ্ঠকে বলেন, আমরা খোলামেলা আলোচনা করতে চাই। তবে রুদ্ধদ্বার বৈঠকের বিষয়টি ভেবে দেখিনি। কিভাবে বৈঠক হবে সেটি ভেবে দেখা হবে। তামাকের কর বৃদ্ধির বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান জনকণ্ঠকে বলেন, আমি সব সময়ই তামাক কোম্পানির বিপক্ষে রয়েছি। আগামী বাজেটে তামাক পণ্যের ওপর কর বাড়ানো উচিত। গত বাজেটেও বাড়ানো হয়েছে। আশা করছি এবারও বাড়ানো হবে।

সূত্র জানায়, গত বছর এপ্রিলে চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটের আগে কর কমানোসহ নানাবিধ সুবিধা আদায়ের জন্য এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিবৃন্দ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তৎকালীন চেয়ারম্যানের সঙ্গে গোপন বৈঠক করেছিল। ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অব টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) আর্টিক্যাল ৫.৩ ভঙ্গ করে তামাক কোম্পানিগুলো যাতে এবারও গোপন বৈঠক না করার দাবি জানিয়েছে তামাক নিয়ন্ত্রণে কাজ করা এনজিওসহ তামাকবিরোধী বিভিন্ন সংস্থা। এ বিষয়ে ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডসের কান্ট্রি ডিরেক্টর তাইফুর রহমান জনকণ্ঠকে বলেন, প্রতিবছর দামী সিগারেটের দাম কিছুটা বাড়ে। কিন্তু কমদামী সিগারেটের দাম খুব কম বেড়েছে। যেটুকুও বেড়েছে এতে লাভ হচ্ছে তামাক কোম্পানিগুলোর। সরকার কিছুই পাচ্ছে না। তাই সিগারেটের মূল্যস্তর প্রথা তুলে দিতে হবে। শুধু তামাকজাত পণ্যের মূল্যস্তর না বাড়িয়ে বরং এসব পণ্যের ওপর সম্পূরক শুল্ক হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়িয়ে দাম বাড়াতে হবে।

সূত্র জানায়, আইন প্রণয়নের পাশাপাশি তামাকপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি তামাক ব্যবহার হ্রাসের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম কার্যকর পদ্ধতি। তামাক নিয়ন্ত্রণে তামাকপণ্যের ওপর করারোপের কার্যকারিতা এমনকি তামাক কোম্পানির দ্বারাও স্বীকৃত। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ তামাক কোম্পানি ফিলিপ মরিচের এক নথিতেও পাওয়া যায় এর প্রমাণ। এতে বলা হয়েছিল, তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সব উদ্যোগের মধ্যে যেটি আমাদের সবচেয়ে বেশি শঙ্কিত করে তা হচ্ছে করারোপ। যদিও তামাকের বিজ্ঞাপন ও প্রচারের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং জনসমক্ষে ও পরোক্ষ ধূমপানের ওপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবসা সঙ্কুচিত করে, আমাদের অভিজ্ঞতা বলে তামাকপণ্যে করারোপ আরও ব্যাপকভাবে তামাকের ব্যবহার হ্রাস করে। অন্তত তিনটি বিবেচনায় তামাকপণ্যের ওপর অধিকমাত্রায় কারারোপ করা জরুরী বলে মনে করছে তামাকবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সংগঠনর সংশ্লিষ্টরা। তা হচ্ছে প্রথমত, জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনায় তামাকের ব্যবহার কার্যকরভাবে কমানোর জন্য তামাকের প্রকৃত মূল্য বাড়ানোর জন্য। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক বিবেচনায় তামাকের কর ও মূল্যবৃদ্ধি লাভজনক এবং তৃতীয়ত ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন্স অব টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) সদস্য দেশ হিসেবে আইনগত বাধ্যবাধকতা। কারণ আন্তর্জাতিক এই চুক্তিতে তামাকের মূল্য বাড়ানোর জন্য যথাযথ রাজস্ব নীতি গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

তামাকের কর সংক্রান্ত এক বিশ্লেষণে দেখা যায়, তামাক পণ্যের ওপর ৭০ শতাংশ সম্পূরক শুল্কধার্য করা হলে এক বছরে বাংলাদেশে ১ হাজার ৩৬০ কোটি শলাকা সিগারেট ও বিড়ির ব্যবহার কমবে এবং তামাক খাত থেকে বাড়তি রাজস্ব অর্জিত হবে ১ হাজার ৫৮৮ কোটি টাকা। কিন্তু এ ধরনের কার্যকর পদক্ষেপ বাস্তবায়িত না হওয়া এবং প্রতিবছর সিগারেট ও বিড়ির প্রকৃত মূল্য কমছে। অর্থাৎ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম যে হারে বাড়ছে তামাকপণ্যের দাম সে হারে বাড়ছে না। তামাক পণ্যের দাম বাড়লে যে এর ব্যবহার কমে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এটি প্রমাণিত। ১৯৮১ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ২৪ বছরের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে বাংলাদেশে সিগারেটের প্রকৃত মূল্য যখনই বেড়েছে তখনই এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। বিশ্বব্যাংকের এক গবেষণায় দেখা গেছে, তামাকজাত দ্রব্যের ১০ শতাংশ (প্রকৃত) মূল্যবৃদ্ধি করা হলে এর ব্যবহার উন্নত দেশে ৪ শতাংশ এবং উন্নয়নশীল দেশে ৮ শতাংশ কমে আসে। এ বিষয়ে দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সাবেক মহাপরিচালক মোস্তফা কে. মুজেরী জনকণ্ঠকে বলেন, যতদিন পর্যন্ত তামাক পণ্যের চাহিদা রয়েছে ততদিন উৎপাদন হবে, এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু এটি যেহেতু নিকৃষ্ট পণ্য, কাজেই এর চাহিদায় নিরুৎসাহিত করতে অবশ্যই উচ্চ হারে করারোপ করা উচিত।

সংবাদ
৪ এপ্রিল ২০১৫

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন

বাস্তবায়নে বড় বাধা তামাক কোম্পানি
নানা কৌশলে চলছে তামাক পণ্যের প্রচারণা
আসন্ন বাজেটে সুবিধা পেতে চলছে লবিং

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ব্যবসা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করছে দেশি-বিদেশি তামাক কোম্পানিগুলো। আর এ জন্য নানামুখী কৌশলও অবলম্বন করছে তারা। যেমন- অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার এবং অর্থায়ন, বিভ্রান্তিমূলক ফ্রন্ট গ্রুপ তৈরি, এনজিও এবং উন্নয়ন অ্যাডভোকেসিতে জড়িতদের অর্থায়ন, গবেষণায় সহায়তা, কৌশলী প্রচারণা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কর্মসূচি অন্যতম। আসন্ন বাজেটকে প্রভাবিত করতে ইতোমধ্যেই জোরেশোরে লবিং শুরু করেছে তামাক কোম্পানিগুলো। তামাক কোম্পানির নানামুখী কূটকৌশল দেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি 'ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিসিটি) বাস্তবায়নে অন্যতম বাধা বলে মনে করছেন তামাকবিরোধী আন্দোলনের নেতারা। তাদের অভিযোগ, বিশ্বের সবচেয়ে বড় তিনটি কোম্পানি ফিলিপ মরিস ইন্টারন্যাশনাল (পিএমআই), ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (বিএটি) ও জাপান টোব্যাকো (জেটি) সামগ্রিক তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ডকে দুর্বল করতে এবং একই সঙ্গে তামাকের ব্যবহার সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তারা বলছেন, সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার। তবে আইনের সঠিক প্রয়োগ না হলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব না।

তামাক কোম্পানিগুলোর কূটকৌশল: বিজ্ঞাপন, প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে তামাক কোম্পানিগুলো প্রতিনিয়তই কূটকৌশল অবলম্বন করছে। বিক্রয়কেন্দ্রে সিগারেটের প্যাকেট ডিসপ্লের মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের জন্য বিক্রেতাদের মাসিক চুক্তিতে টাকা দিচ্ছে কোম্পানিগুলো। সিগারেট বিক্রির বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিয়ে আকর্ষণীয়ভাবে দোকান সাজিয়ে দেয়া, বিক্রেতাদের উপহার ও সুবিধা দেয়া, কোন কারণে ম্যাজিস্ট্রেট ফাইন করলে তা পরিশোধের নিশ্চয়তা দেয়া, প্রচারণায় অনাগ্রহ দেখালে সিগারেট সরবরাহ বন্ধের হুমকি, ড্যাংলার দেখা না গেলেও নতুন নতুন কৌশলে বিজ্ঞাপন চালাচ্ছে তামাক কোম্পানিগুলো। এ ক্ষেত্রে ডারবি-মার্লবোরো-জাভা বেনসন সিগারেটের বিজ্ঞাপন বেশি হচ্ছে। সিগারেটের প্যাকেটের আদলে দোকান সাজিয়ে দেয়া হচ্ছে। প্রতিযোগিতা ও কনসার্টের মাধ্যমে, চাকরি দেয়ার নামে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে তামাক পণ্যের প্রচারণা। এছাড়া সিএসআরের নামেও চালাচ্ছে কোম্পানির প্রচারণা কার্যক্রম। তামাক চাষিদের ভর্তুকি মূল্যের সার ও সেচ সুবিধাও দিচ্ছে তারা।

আসন্ন বাজেটে সুবিধা নিতে লবিং শুরু: রাষ্ট্রীয় কর কাঠামোকে প্রভাবিত করে সুবিধাজনক কর অব্যাহতি পেতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সঙ্গে প্রাক-বাজেট আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন। আগামী ১৫ এপ্রিল সকাল ১০ টায় এনবিআর'র সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠানের কথা রয়েছে। এর আগে গত ২২ মার্চ বিএটিবির চেয়ারম্যানসহ তিন সদস্যের প্রতিনিধিদল অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আগামী ২০১৫-১৬ বাজেটে তামাকের বিদ্যমান কর কমানো, ধাপ পুনর্বিন্যাস ও বিদেশি সিগারেটের চোরাচালান বন্ধের দাবি জানান। প্রসঙ্গত, গত বছর এপ্রিলে ২০১৪-১৫ বাজেটের আগে কর কমানোসহ নানাবিধ সুবিধা আদায়ের জন্য অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা এনবিআর'র তৎকালীন চেয়ারম্যানের সঙ্গে গোপন বৈঠক করেছিল, যা গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। এফসিটিসি'র আর্টিক্যাল ৫.৩ ভঙ্গ করে তামাক কোম্পানিগুলো যাতে এবারেও গোপন বৈঠক না করতে পারে সে বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকতে বলেছেন তামাকবিরোধী আন্দোলনের নেতারা।

আইনে যা আছে: তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩-এর ৫ ধারাটিতে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা নিষিদ্ধ এবং পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিধান নিয়ে বিস্তারিত বলা আছে। সেখানে বলা আছে, প্রিন্ট বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায়, বাংলাদেশে প্রকাশিত কোন বই, লিফলেট, হ্যান্ডবিল, পোস্টার ছাপানো কাগজ, বিলবোর্ড, সাইনবোর্ড বা অন্য কোনভাবে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাবে না। তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়ে প্রলুব্ধকরণের উদ্দেশ্যে, এর কোন নমুনা, বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে, জনসাধারণকে প্রদান বা প্রদান করার প্রস্তাব করা যাবে না। তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার বা এর ব্যবহার উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে কোন দান, পুরস্কার, বৃত্তি প্রদান বা কোন অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন করা যাবে না। কোন প্রেক্ষাগৃহে, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় বা ওয়েব পেজে তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য সম্পর্কিত কোন বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাবে না। তামাকজাত দ্রব্যের মোড়ক, প্যাকেট বা কৌটার অনুরূপ বা সাদৃশ্য অন্য কোন দ্রব্য বা পণ্যের মোড়ক, প্যাকেট বা কৌটার উৎপাদন, বিক্রি বা বিতরণ করতে পারবেন না। তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়স্থলে যে কোন উপায়ে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাবে না। বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত বা লভ্য ও প্রচারিত, বিদেশে প্রস্তুতকৃত কোন সিনেমা, নাটক বা প্রামাণ্যচিত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য টেলিভিশন, রেডিও, ইন্টারনেট, মঞ্চ অনুষ্ঠান বা অন্য কোন গণমাধ্যমে প্রচার, প্রদর্শন বা বর্ণনা করা যাবে না। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত দেয়া হয়েছে কোন সিনেমায় কাহিনীর প্রয়োজনে অত্যাবশ্যক হলে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার দৃশ্য রয়েছে এমন কোন সিনেমা প্রদর্শনের সময় তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে লিখিত সতর্কবাণী, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পর্দায় প্রদর্শন করতে হবে।

তামাকের খবর তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সাময়িকী

PROGGA Knowledge for Progress

সিগারেটের ওপর করের হার নির্ধারণে সিগারেট কোম্পানির হস্তক্ষেপ বাংলাদেশে নিয়মিতই ঘটছে। করারোপ প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই বিড়ি শিল্পের মালিকরাও। তামাকের ওপর কর বাড়লে তামাক পণ্যেও চোরাচালান বাড়ে এমন প্রচারণা চালিয়ে নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা তামাক কোম্পানিগুলোর অন্যতম একটি কূটকৌশল।

সিএসআর সম্পর্কে আইনে যা বলা আছে: সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করলে বা উক্ত কর্মকাণ্ড-বাবদ ব্যয়িত অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন তামাক বা তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, সাইন, ট্রেডমার্ক, প্রতীক ব্যবহার করতে পারবে না। অথবা তা ব্যবহারে কোন ব্যক্তিতে উৎসাহ দেয়া যাবে না।

শাস্তির বিধান আছে আইনে: কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান লঙ্ঘন করলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক এক লাখ টাকা অর্থ দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হতে পারে এবং ওই একই ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা বারবার একই ধরনের অপরাধ করলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে আগের দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডনীয় হবেন।

সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য: তামাকবিরোধী সংগঠন প্রগতির জন্য জ্ঞান (প্রজ্ঞা)'র নির্বাহী পরিচালক এবিএম জুবায়ের বলেন, দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে তামাক কোম্পানিগুলো। তারা বাংলাদেশকে তামাক চাষের উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। রংপুর, নীলফামারীসহ বিভিন্ন এলাকায় তামাক চাষ কমলেও ওইসব অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোকে তামাক চাষের নতুন ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছে তামাক কোম্পানিগুলো। তারা নানা কৌশলে নিজেদের প্রচারের কাজ অব্যাহত রেখেছে। তামাকের চুল্লিতে প্রতিনিয়তই কাঠ ব্যবহার হচ্ছে। আর সিএসআরের অংশ হিসেবে কোম্পানিগুলো বনায়নের কাজ করছে। কিন্তু বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে বন উজাড় হওয়ার ৩০ শতাংশই দায়ী তামাক। তামাক কোম্পানিকে নিষিদ্ধ নয়, তামাকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে আমাদের। কারণ তামাকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ না করে চাষ নিষিদ্ধ করণের প্রক্রিয়াটি আমাদের জন্য বুমেরাং হবে। এন্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েন্স (আত্মা)'র আহ্বায়ক মো. রুহুল আমিন রুশদ বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও বিধিমালায় নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে তামাক কোম্পানিগুলো। যার কারণে পাসকৃত বিধিমালা কিছুটা দুর্বল হয়েছে। তবে ১২ মার্চ পাস হওয়া বিধিমালায় ভালো কিছু সিদ্ধান্তও রাখা হয়েছে। যেমন- দশটি জায়গায় 'স্মোকিং জোন' রাখা যাবে না। এর প্রথমেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাখা হয়েছে। এছাড়া দায়িত্বরত এবং ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় কোন পুলিশ ধূমপান করতে পারবে না। বিধিমালা পাস হওয়ায় তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ সতর্কবার্তা দেয়া বাধ্যতামূলক হয়েছে। ছবিসহ সতর্কবার্তা যুক্ত হলে বিক্রয়কেন্দ্রগুলোতে সিগারেটের প্যাকেট দিয়ে সাজানোর বিষয়টিও কমবে।

দি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন এগেইনেস্ট টিবি অ্যান্ড লাং ডিজিজ (দি ইউনিয়ন)'র কারিগরিক পরামর্শক অ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম বলেন, শুধু তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন নয় আইন না মানার সংস্কৃতি আমাদের দেশে সর্বত্রই। তামাক কোম্পানিগুলো সেই সুযোগটাকেই কাজে লাগাচ্ছে। জনগণকে আইন লঙ্ঘন করতে উৎসাহিত করছে। তিনি বলেন, তামাক পণ্যের দাম বাড়লে এর ব্যবহার কমে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এটি প্রমাণিত। অথচ তামাক কোম্পানিগুলো নানাভাবে তামাকের ওপর আরোপিত বিভিন্ন শুল্ক কমানোর চেষ্টা করে থাকে। সিগারেটের ওপর করের হার নির্ধারণে সিগারেট কোম্পানির হস্তক্ষেপ বাংলাদেশে নিয়মিতই ঘটছে। করারোপ প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই বিড়ি শিল্পের মালিকরাও। তামাকের ওপর কর বাড়লে তামাক পণ্যেও চোরাচালান বাড়ে এমন প্রচারণা চালিয়ে নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা তামাক কোম্পানিগুলোর অন্যতম একটি কূটকৌশল। ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস'র বাংলাদেশ প্রতিনিধি তাইফুর রহমান বলেন, তামাক কোম্পানির মতো এত বাণিজ্যিক স্বার্থ আর কোন কোম্পানিই বোধ হয় দেখে না। তামাকবিরোধী সংগঠনগুলো তামাক কোম্পানির ব্যবসায় বিরূপ প্রভাব ফেলছে। নিজেদের ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে যে সব পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার তামাক কোম্পানিগুলো তার সবগুলো পদ্ধতিই অবলম্বন করছে। তবে সরকারের উচিত জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা তামাক কোম্পানির স্বার্থ নয়। নিজেদের ব্যবসার স্বার্থে এই জনস্বাস্থ্যের বিষয়টিই তামাক কোম্পানিগুলো উপেক্ষা করে যাচ্ছে। আর তামাকের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিরপেক্ষ হওয়ার কোন সুযোগ নেই। মন্ত্রণালয়কে ভাবতে হবে জনস্বাস্থ্যের কথা। তিনি বলেন, তামাক চাষি এখন আর চাষি নেই। তামাক কোম্পানিগুলোই এখন তামাক চাষির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর তামাক চাষিরা পরিণত হয়েছে তাদের চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকে। বিভিন্ন প্রলোভনে তারা চাষিদের গিলে খাচ্ছে। তামাক চাষে চাষিদের স্বাধীনতা দিলে এবং তামাক কোম্পানির সম্পৃক্ততা বন্ধ করতে পারলে তামাক চাষ তুলনামূলকভাবে কমে আসবে।

যুগান্তর
২৫ মার্চ ২০১৫

দশ স্থানে ধূমপান নিষিদ্ধ

উবায়দুল্লাহ বাদল এখন থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার, হাসপাতাল-ক্লিনিক ও এক কামরাবিশিষ্ট পাবলিক পরিবহনসহ ১০টি পাবলিক প্লেসে ধূমপান করা যাবে না। এসব স্থানে ধূমপানের জন্য কোনো জায়গা চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করা যাবে না। এমনকি সেখানে কোনো ছাইদানিও রাখা যাবে না। তবে অন্যান্য যেসব স্থানে ধূমপান করা যাবে, সেখানে ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান এবং ধূমপান মৃত্যু ঘটায় এ লেখা সংবলিত সতর্কতামূলক নোটিশ বাংলা ও ইংরেজিতে টানিয়ে রাখতে হবে। এসব নিষেধাজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করে সম্প্রতি ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৫ জারি করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। জানতে চাইলে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য) রোকসানা কাদের যুগান্তরকে বলেন, দেরিতে হলেও ১৯ মার্চ বিধিমালার গেজেট জারি করা হয়েছে। গেজেট জারির দিন থেকেই এটি কার্যকর হবে। বিধিমালাটি চূড়ান্ত না হওয়ায় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা যাচ্ছিল না। এটি জারি হওয়ার মধ্য দিয়ে বিদ্যমান আইন বাস্তবায়নে আর কোনো বাধা রইল না। প্রসঙ্গত, ২০০৫ সালের আইন সংশোধন করে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩ সালের ২৯ এপ্রিল জাতীয় সংসদে পাস হয়। বিধিমালা অনুযায়ী যে ১০ স্থানে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরে, হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন, প্রেক্ষাগৃহের অভ্যন্তরে, প্রদর্শনী কেন্দ্রের অভ্যন্তরে, থিয়েটার হলের ভেতরে, চতুর্দিকে দেয়ালে আবদ্ধ এক কক্ষবিশিষ্ট রেস্টুরেন্ট, শিশুপার্ক, খেলাধূলা ও অনুশীলনের জন্য নির্ধারিত আচ্ছাদিত স্থান এবং এক কামরাবিশিষ্ট পাবলিক পরিবহন।

আগামী বছরের ১৯ মার্চের পর থেকে সচিত্র সতর্কবাণী যুক্ত প্যাকেট ছাড়া কোনো তামাকজাত দ্রব্য বাজারজাত ও বিক্রি করা যাবে না উল্লেখ করে বিধিমালায় বলা হয়- আগামী এক বছরের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, কৌটা ও মোড়কে সচিত্র সতর্কবাণী যুক্ত করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়া ধূমপান এলাকা নির্দিষ্টকরণ, সিনেমায় তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য দেখানোর নিয়ম, ধূমপান এলাকার অবস্থা, পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনের মালিক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দায়িত্ব, ধূমপানমুক্ত স্থান সংক্রান্ত সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন, তামাকজাত দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে উপাদান সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের বিষয় স্পষ্ট করা হয়েছে বিধিমালায়। ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থানের বিষয়ে বিধিমালায় বলা হয়েছে- পাবলিক প্লেস কোনো ভবন হলে যথাসম্ভব ভবনের কোনো উন্মুক্ত স্থানকে ধূমপানের জন্য নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। একাধিক কামরাবিশিষ্ট পাবলিক পরিবহন যেমন রেলগাড়ি, স্টিমার, লঞ্চ, ফেরি ইত্যাদি হলে, ধূমপানের জন্য আলাদা একটি স্থান নির্দিষ্ট করা যাবে। তবে স্থানটি সংশ্লিষ্ট পাবলিক পরিবহনের সর্বশেষ অংশে বা পেছনে বা উন্মুক্ত স্থানে হতে হবে। পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনের মালিক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দায়িত্বের বিষয়ে বিধিমালায় বলা হয়েছে, তারা ধূমপান থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবে। কোনো ব্যক্তি আইন এবং এই বিধিমালার বিধান লংঘন করে ধূমপানমুক্ত এলাকায় ধূমপান করলে এলাকার মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি ব্যবস্থাপক অথবা ওই এলাকায় সেবা গ্রহণকারী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ওই ব্যক্তিকে ধূমপান না করার জন্য অনুরোধ করবেন। কোনো ব্যক্তিকে ধূমপান থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করা সত্ত্বেও যদি কোনো ব্যক্তি ধূমপান করেন তার বিষয়ে বিধিমালায় বলা হয়েছে, এ ব্যক্তিকে ধূমপানমুক্ত এলাকা ত্যাগে বাধ্য করতে পারবেন। তাকে কোনো প্রকার সেবা দেয়া থেকে বিরত থাকতে পারবেন ও আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সহায়তা নিতে পারবেন। এক্ষেত্রে আইন কার্যকরের কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হবেন- জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সব প্রথম শ্রেণির

কর্মকর্তা, সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা, সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিচে নন এমন পুলিশ কর্মকর্তা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের সহকারী পরিচালক পদমর্যাদার নিচে নন এমন কর্মকর্তা। এছাড়া সিভিল সার্জন কার্যালয়, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে কর্মরত স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, অগ্নিনির্বাপণ বা বেসামরিক প্রতিরক্ষা অধিদফতরে কর্মরত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা এবং কারখানা পরিদর্শক কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিবেচিত হবেন।

শুধু বাংলাদেশে বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত সব তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট ও মোড়কের পার্শ্বদেশে লেখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এটি ১২ মাসের মধ্যে কার্যকর করতে হবে। এছাড়া তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটায় সরকারের সরবরাহ করা রঙ্গিন ছবি ও লেখার আকার, রং, অনুপাত সমন্বিত স্বাস্থ্য সতর্কবাণী অবিকল ছাপতে হবে। পরোক্ষ ধূমপান মৃত্যু ঘটায় সতর্কবাণী মুদ্রণ করতে হবে। ছবি ও লেখার অনুপাত হবে ৬:১ এবং লেখাটি কালো জমিনের ওপর সাদা অক্ষরে হতে হবে। উৎপাদিত প্রতিটি ব্র্যান্ডের তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে আইনে এ সতর্কবাণী এবং সংশ্লিষ্ট ছবিসমূহ ক্রমানুসারে তিন মাস পর পর পরিবর্তন করতে হবে। সচিত্র সতর্কবাণী এমনভাবে ছাপতে হবে যাতে তা স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল সংযুক্তির বা অন্য কোনো কারণে ঢেকে না যায়। সরকার সর্বোচ্চ ২ বছর পর পর ছবি ও সতর্কবাণীসমূহ পুনর্মূল্যায়ন করে প্রয়োজনে নতুন ছবি ও সতর্কবাণী অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে বলেও বিধিমালায় বলা হয়েছে। কোনো সিনেমার তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্যে পর্দার মাঝখানে পর্দার আকারের অন্তত এক-পঞ্চমাংশ স্থানজুড়ে কালো জমিনের ওপর সাদা অক্ষরে বাংলা ভাষায় ধূমপান/তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায় সতর্কবাণী প্রদর্শন করতে হবে। এ দৃশ্য যতক্ষণ চলবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সতর্কবাণী দেখাতে হবে। টেলিভিশনে প্রচারিত সিনেমায় তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারে ক্ষেত্রে সিনেমার এমন অংশ দুটি বিজ্ঞাপন বিরতির মাঝখানে প্রচারে প্রথম বিজ্ঞাপন বিরতির পর অর্থাৎ ওই অংশ শুরু হওয়ার আগে এবং দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন বিরতির আগে অর্থাৎ এ অংশ শেষ হওয়ার পর সম্পূর্ণ পর্দাজুড়ে কালো জমিনের ওপর সাদা অক্ষরে বাংলা ভাষায় ধূমপান/তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায় সতর্কবাণী কমপক্ষে ১০ সেকেন্ড দেখাতে হবে। প্রেক্ষাগৃহে সিনেমা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য রয়েছে এমন সিনেমা শুরু হওয়ার আগে, বিরতির আগে ও পরে এবং সিনেমা প্রদর্শনের শেষে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড পর্যন্ত সম্পূর্ণ পর্দাজুড়ে ধূমপান/তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায় সতর্কবাণী বাংলা ভাষায় প্রদর্শন করতে হবে বলে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালায় উল্লেখ করা হয়।

CHANNEL 24
৯ মার্চ ২০১৫

মেহেরপুরে দিন দিন বাড়ছে তামাকের চাষ। তামাক প্রক্রিয়াজাত কোম্পানির লোভনীয় প্রস্তাবে আগ্রহী হচ্ছেন চাষিরা। এতে একদিকে যেমন উর্বরতা হারাচ্ছে কৃষি জমি, অন্যদিকে চাষিরা আক্রান্ত হচ্ছে নানা জটিল রোগে। সেইসাথে তামাক চুল্লিতে দেদারসে কাঠ পোড়ানোয় হুমকির মুখে পরিবেশ। মেহেরপুর প্রতিনিধি রাশেদুজ্জামানের প্রতিবেদন।

> খোলা বাজারে এসওপি এক বস্তা পাওয়া যায় ২হাজার ২শ থেকে ৩শ টাকায়, অনেক সময় এর কমেও পাওয়া যায়, আর কোম্পানিরা দাম বেশি ধরে। চাষিরা যেমন পরিশ্রম করে, যেমন খরচ হয়, তেমন ন্যায্য দাম তামাকে পাওয়া যায়না।

খাদ্য উদ্বৃত্ত জেলা মেহেরপুরে আশংকাজনক হারে বাড়ছে তামাক চাষ। তামাক কোম্পানিগুলোর লোভনীয় প্রস্তাব, কৃষি উপকরণ সরবরাহ এবং সাধারণ ফসলের ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় দিন দিন এই চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছে কৃষক। তবে অনেকের অভিযোগ লাভের আশায় তামাক চাষ করলেও ক্ষতির মুখে পড়েছেন। এ বিষয়ে একজন তামাক চাষি বলেন, খোলা বাজারে এসওপি এক বস্তা পাওয়া যায় ২হাজার ২শ থেকে ৩শ টাকায়, অনেক সময় এর কমেও পাওয়া যায়, আর কোম্পানিরা দাম বেশি ধরে। চাষিরা যেমন পরিশ্রম করে, যেমন খরচ হয়, তেমন ন্যায্য দাম তামাকে পাওয়া যায়না।

তামাক চাষে জমি হারায় উর্বরতা, তাই অন্য ফসল চাষ করাটা হয়ে পড়ে কষ্টসাধ্য, এ থেকে বেরিয়ে আসতে চাষিদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে বলে জানান জেলার কৃষি কর্মকর্তা। মেহেরপুর জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক এম এম মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, কৃষকদের গিয়ে পরামর্শ দেই নিরুৎসাহিত করার জন্য, তামাক চাষ যে ক্ষতিকর এই দিকগুলো তাদের বুঝিয়ে থাকি। কৃষকরা এর প্রকৃত যে ক্ষতি তা বুঝতে পারলে এই তামাক চাষ থেকে সরে আসবে।

জমি থেকে সংগ্রহের পর তামাক পাতা শুকানোর জন্য চুল্লিতে পোড়ানো হচ্ছে কাঠ। এর ফলে এক দিকে যেমন পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে, অন্য দিকে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ছে কৃষক এবং তার পরিবার।

মেহেরপুর জেলার ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডা: মিজানুর রহমান বলেন, তামাক উৎপাদনের সাথে যারা সরাসরি জড়িত এবং তামাক সংগ্রহ এবং বাজারজাত করে তাদের ফুসফুসের ক্যান্সার থেকে শুরু করে শরীরের অন্যান্য অংশেও ক্যান্সারসহ আরও জটিল রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসাব মতে চলতি মৌসুমে ৩ হাজার ৯ শত ৪৭ হেক্টর জমিতে তামাকের চাষ হয়েছে যা গত মৌসুমের তুলনায় ৫০০ হেক্টর বেশি।

সময়

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তামাক চাষে কৃষকদের নিরুৎসাহিত করা হলেও সিগারেট কোম্পানিগুলোর নানামুখী প্রণোদনার কারণে রংপুরে কোন ভাবেই বন্ধ করা যাচ্ছেনা জীবন বিনাশী তামাক চাষ। এ অঞ্চলে গত বছরের চেয়ে এবার ১০০০ হেক্টর বেশি জমিতে তামাক চাষ হয়েছে। শাকিল মাহমুদের ক্যামেরায় মানিক সরকারের প্রতিবেদন।

এই সেই তামাক। যার প্রতিটি পরতে পরতে রয়েছে বিষাক্ত ছোঁয়া। কৃষকরা ভয়াল এই বিষ সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও আলুসহ অন্যান্য সবজিতে মার খাওয়া এবং সিগারেট কোম্পানিগুলোর ঋণসহ নানামুখী সহায়তার কারণে জীবন বিনাশী এই তামাকের আবাদেই ঝুঁকে পড়ছে বেশি। তামাক চাষের ফলে এক দিকে যেমন জনস্বাস্থ্য হুমকির মুখে পড়ছে অন্য দিকে কমে যাচ্ছে ফসলি জমির পরিমাণও। তামাক চাষের কারণ জানতে চাইলে একজন কৃষক বলেন, জানি যে তামাক চাষ ক্ষতিকর, তারপরও তামাক আবাদ করি কারণ, লাভের আশায়। আমরা কৃষক আমাদের তো পেট বাঁচাতে হবে। তামাক ক্ষেতে কাজ করছেন এমন একজন নারী শ্রমিক বললেন, তামাকের কাজ করছি এই যে হাতে ময়লা ধরছে এগুলো পেটে গেলে ক্ষতি হবে। অপর একজন তামাক চাষি বলেন, "দুডো পয়সার আশায় তামাক লাগাই, এখন যদি তামাক বাজারজাত হয় তয়না আমরা দুডো পয়সা পাবো, লাভবান হবো।"

কৃষি বিভাগের দাবি, সরকারিভাবে কৃষকদের নানা ভাবে নিরুৎসাহিত করা হলেও সিগারেট কোম্পানিগুলোর নানামুখী আগ্রাসনের কারণে কোনভাবেই বন্ধ করা যাচ্ছেনা তামাকের উৎপাদন ও বিপণন। এ সম্পর্কে রংপুর বিভাগীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক প্রতীপ কুমার মন্ডল বলেন যে, "কোম্পানিগুলো সুন্দরভাবে প্যাকেজ প্রোগ্রাম ক্রিয়েট করছে, চাষিদের ঋণ থেকে শুরু করে মার্কেটিং পর্যন্ত তাদের পেছনে তারা ওতোপ্রতোভাবে জড়িত থাকে, ফলে জনস্বাস্থ্যহীতকর না হওয়া সত্ত্বেও এটিকে চাষিরা ব্যক্তিগত লাভের জন্য করে আসছেন।"

চিকিৎসকরা জানান, তামাকের চারা রোপণ ও পরিচর্যা থেকে শুরু করে গোটা প্রক্রিয়াই মারাত্মক বিষে ভরা। ডা: অশোক কুমার ভদ্র বলেন, কৃষক যখন তামাক পরিচর্যা করে তামাকের এই গাছ থেকে এক ধরনের রস নিঃসৃত হয় সেই রসে তাদের নানা ধরনের চর্ম রোগের সৃষ্টি হয়। এই অঞ্চলে গত বছর ১৭ হাজার ৯৯৩ হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হলেও এবার তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮ হাজার ৮৫৭ হেক্টরে।

চাষিদের ঋণ থেকে শুরু করে মার্কেটিং পর্যন্ত তাদের পেছনে তারা ওতোপ্রতোভাবে জড়িত থাকে, ফলে জনস্বাস্থ্যহীতকর না হওয়া সত্ত্বেও এটিকে চাষিরা ব্যক্তিগত লাভের জন্য করে আসছেন

আমার দেশ
২৫ মার্চ ২০১৫

তামাক কোম্পানীর সুচতুর কৌশলের চিত্র-১:

বিক্রয় স্থলে বন্ধ হচ্ছে না সিগারেটের কৌশলী প্রচারণা, উপেক্ষিত আইন

এমরানা আহমেদ দেশি-বিদেশী বিভিন্ন তামাক কোম্পানি তাদের ব্র্যান্ডের সিগারেটের খালি প্যাকেটগুলোকে একত্রিত করে দৃষ্টিনন্দনভাবে সাজিয়ে রাখছে দেশজুড়ে থাকা খুচরা সিগারেট বিক্রয় কেন্দ্রগুলোতে (পয়েন্ট অব সেল)। ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে সিগারেটের দোকানে লাগানো হয়েছে কোম্পানির সরবরাহ করা ডারবি, জাভা ব্ল্যাকসহ অন্যান্য ব্রান্ডের সিগারেটের প্যাকেট সংবলিত বোর্ড। এদিকে, পণ্য পরিবহনের নাম করে বাইসাইকেলের পিছনে বড়সড় আকারের বক্স বানানো হয়েছে। বড় আকৃতির এসবের বক্সের পুরোটায়ই রয়েছে 'জাভা ব্ল্যাক' সিগারেটের বিজ্ঞাপন। শুধু সাইকেলেই নয়, খুচরা বিক্রেতাদের ডালাজুড়ে রয়েছে একই কোম্পানীর বিজ্ঞাপন। সরেজমিন রাজধানী শ্যামলী, ধানমন্ডি, নীলক্ষেত, নিউমার্কেট, বকশিবাজার, পুরান ঢাকা, মিরপুর, ফার্মগেইট থেকে কারওয়ান বাজার, বাংলামটর, মৌচাক, মালিবাগ, বনশ্রী, গুলশান,বানানী, হাতিরপুল, শাহবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, হাইকোর্ট থেকে প্রেসক্লাব, গুলিস্থান থেকে যাত্রাবাড়ী, বাসটার্মিনাল, লঞ্চ ঘাট, সরকারি প্রাইমারী স্কুল, কলেজ, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, অফিস, আদালতের সামনের রাস্তায় সর্বত্র মোড়ে মোড়ে খুচরা সিগারেট বিক্রেতারা ছোট ছোট শোকেসের গ্লাসের সামনে এবং এর দুই পাশে বিভিন্ন কোম্পানীর সিগারেট সাজায়ে রেখে বিক্রি করছে। কিন্তু রাজধানী ঢাকার প্রায় প্রতিটি এলাকার প্রতিটি পয়েন্টে সিগারেট বিক্রেতারা জেনে বা না জেনে সিগারেট কোম্পানীর বিজ্ঞাপন প্রচার করে চলেছেন। ব্যবসায়ীদের প্রলুব্ধ করতে সিগারেট কোম্পনীগুলো বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করছেন। রাস্তার পাশে সিগারেটের দোকান দিতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের 'পানের বক্স' উপহার দিচ্ছে। উপহার দেওয়া বক্সের সামনে এবং দুই পাশে সিগারেটের বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। লোক সমাগম স্থলে শোকেস নিয়ে বসে থাকা এসব বিক্রেতারা ব্যবসার নামে মূলত চালিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানীর ব্র্যান্ডের সিগারেটের কৌশলী প্রচারণা। সেখানে সিগারেটের প্যাকেট রেখে চলছে 'টেকনিক্যাল বিজ্ঞাপন'। তবে এরকম বিজ্ঞাপন যে নিষিদ্ধ, সেটাই জানেন না অধিকাংশ ব্যবসায়ী ও খুচরা বিক্রেতারা।

সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৩ অনুসারে বিক্রয় কেন্দ্রে তামাকপণ্যের সব ধরনের বিজ্ঞাপন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। আইনের ৫(ছ) ধারায় স্পষ্ট করে বলা আছে,'তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়স্থলে (পয়েন্ট অব সেল) যে কোনো উপায়ে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন না বা করাইবেন না।' আইনের ৫(৪) ধারায় শাস্তির বিষয়ে বলা আছে, 'কোনো ব্যক্তি এই ধারার বিধান লঙ্ঘন করলে তিনি অনুর্ধ্ব তিন মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক এক লাখ টাকা অর্থ দন্ড বা উভয় দন্ড এবং দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডনীয় হইবেন। কিন্তু আইনটি বাস্তবায়নের সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেই। অথচ উন্নত বিশ্বের যে কোনো দেশে আইন প্রণয়নের পর তা বাস্তবায়ন ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অর্থ বরাদ্দ দেয় সরকার। পাশাপাশি আইনটি পরিচিত করে তোলার জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় এবং সরকারিভাবে টিভি-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশে এ ধরনের কোনো উদ্যোগ নেই। এমনকি আইনটি বাস্তবায়নে কারা, কিভাবে কাজ করবে, তাও অনেক সময় স্পষ্ট করা হয় না। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে এখন তামাকজাত পণ্যের সব ধরনের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ হলেও তামাক কোম্পানিগুলো নানা উপায়ে খুচরা বিক্রয় কেন্দ্রগুলোতে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করে তাদের প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। খুচরা বিক্রেতাদের সিগারেটের ডালা পুরোটাই বিজ্ঞাপনে ভরা। আইন লংঙ্ঘনকারী ও বাস্তবায়নকারীদের এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে নেই কোনো প্রচার কর্মসূচি।

সরেজমিন রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার সিগারেট বিক্রেতাদের সাথে কথা বলে আরো জানা গেছে, কোম্পানীগুলো ফুটপাতের ব্যবসায়ী কিংবা ক্ষুদ্র ব্যবাসায়ীদের বিভিন্ন প্রণোদনা দিয়ে থাকে। যেসব ব্যবসায়ী সিগারেটের বিজ্ঞাপন দিতে রাজি থাকেন, কোম্পানীর পক্ষ থেকে তাদের ফ্রি 'বক্স' উপহার দেয়া হয়। এসব বক্সের সামনে এবং দুই পাশে সিগারেটের বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আর এ জন্য ব্যবসায়ীদের মাসিক অর্থও (ভাড়া) প্রদান করে কোম্পানী। এছাড়া টার্গেট পূরণ করতে পারলে দোকান সাজিয়ে দেয় তারা। তবে দোকানের ডেকোরেশন হয় কোম্পানীর ঠিক 'লগো'র মতো। কোম্পানীর সুবিধা ভোগী রাজধানীর শ্যামলীর এলাকার সিগারেট বিক্রেতা মাসুম ইসলাম (৩৫) আমার দেশকে জানান, তার দোকানের সামনের বক্সটি মার্লবরো কোম্পানী তাকে দিয়েছে। এখানেই শেষ নয়, বক্সে কোম্পানীর সিগারেটের প্রচারণা বাবত প্রতি মাসে তাকে ২৫০ টাকা করে দেয়া হয়। এক কথায় বলা যায়, সুকৌশলে পয়েন্ট অব সেল ও খুচরা বিক্রেতাদের ব্যবহার করছে সুচতুর সিগারেটের কোম্পানীগুলো। অনেকটা বিজ্ঞাপনের মতোই চলছে এ সবের প্রদর্শনী, যা মূলত আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। ঘর থেকে বের হলেই সিগারেট বিক্রয় স্থলে সর্বত্র সিগারেটসহ সব ধরনের তামাকজাত পণ্যের প্রচার-প্রচারণা এখন 'ওপেন সিক্রেট' ব্যাপারের মতো হয়ে গেছে। প্রকাশ্য দিবালোকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সামনে এ বিজ্ঞাপনের প্রচার চললেও তা দেখার কেউ নেই। সরেজমিন অনুসন্ধানে জানা যায়, ২০১৪সালের ডিসেম্বরে পয়েন্ট অব সেলে সিগারেটের অবৈধ বিজ্ঞাপন বন্ধে ধানমন্ডির শংকরে ঢাকা জেলা প্রশাসন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় প্রায় ১০ জন খুচরা বিক্রেতাদের প্রত্যেককে ৩ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার পর ঐ এলাকায় প্রায় দেড় মাস সিগারেটের বিজ্ঞাপন বন্ধ ছিলো। বর্তমানে সে স্থানে খুচরা বিক্রেতারা আরো বড় পরিসরে সিগারেটের বিজ্ঞাপনের প্রচার-প্রচারণা শুরু করেছে। এর কারণ জানতে চাইলে শাস্তি পাওয়া ৪ থেকে ৫ জন বিক্রেতা নাম প্রকাশ না করা সত্ত্বেও আমার দেশকে জানিয়েছেন, মোবাইল কোর্টের জরিমানার টাকাটা কোম্পানী তাদের দিয়ে দিয়েছেন। এখানেই শেষ নয়, বিক্রয় কেন্দ্রে সিগারেটের বিজ্ঞাপন প্রচারের কারণে বিক্রেতাদের মাসিক অর্থও (ভাড়া) প্রদান করে কোম্পানী। আইনে যে বিক্রয় স্থলে সিগারেটের বিজ্ঞাপন দেয়া নিষেধ আছে, বিষয়টি জানেন কিনা জানতে চাইলে, প্রত্যেকেই বিষয়টি জানেন না বলে জানান।

বিষয়টি দেখভালের দায়িত্বে থাকা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের (এনটিসিসি) সমন্বয়ক মো. আমিন উল আহসান আমার দেশকে বলেন, এমন একটি জনস্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি

মনিটর করার জন্য আমাদের কোনো ম্যাজিস্ট্রেট নেই। নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মতো পর্যাপ্ত লোকবল ও উপকরণের সংকটও রয়েছে। তবে মো.আমিন উল আহসান মনে করেন, এই আইন বাস্তবায়ন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দেয়া যায়। তবে নির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট নিয়মিতই মোবাইল কোর্ট পরিচালনা আইন বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে। দেশের জেলা-উপজেলা পর্যায়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে যে টাস্ক ফোর্স কমিটি রয়েছে, সে কমিটির সংশ্লিষ্টরা যদি সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেন এবং তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় করে তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা রাখেন তবে প্রকৃতভাবে আইন বাস্তবায়নের সুফল জনসাধারণ ভোগ করতে পারবে বলে মনে করেন তিনি। রাজধানীর একাধিক ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমার দেশের আলাপচারিতায় জানা গেছে, কোনো ব্যবসায়ী সিগারেটের বিজ্ঞাপন প্রচার করতে অনাগ্রহতা দেখালে কিংবা বিজ্ঞাপন প্রচার না করলে কোম্পানীগুলো তাদের সিগারেট দিতে চায় না। এটাকে ব্যবসায়ীক ক্ষতি দেখে ব্যবসায়ীরা বাধ্য হয়ে বক্সে কিংবা দোকানের বিশেষ অংশে সিগারেটের বিজ্ঞাপন প্রচার করে থাকে। এদিকে পড়াশুনা না জানায় সিগারেট বিক্রেতারা জানেন না বিক্রয় কেন্দ্রে সব ধরনের তামাকজাত পণ্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ। অথচ সুচতুর কোম্পানীগুলো তাদের পণ্য বিক্রয়ের জন্য নিরক্ষর, সহজ-সরল এসব দরিদ্র মানুষদের টার্গেট করে তাদের ব্যবাসায়িক স্বার্থ উদ্ধার করছে। এদিকে, সিগারেট বিক্রি করতে গিয়ে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হয়ে ক্যান্সার, অ্যাজমাসহ নানা ধরনের জটিল রোগে আক্রান্ত হয় পড়ছেন বিক্রেতারা। সচেতনতার অভাব থাকায় ধূমপান নিজে না করেও অন্যের ধূমপানের শিকার হয়ে মারাত্মক স্বাস্থ্যক্ষতির শিকার হচ্ছেন তারা।

গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে (গ্যাটস) ২০০৯ সালের এক গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশে বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ হওয়ার পরও তামাক কোম্পানির কৌশলগত অবৈধ এসব বিজ্ঞাপনের কারণে প্রায় শতকরা ৩৮ দশমিক ৪ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি তামাকপণ্যের বিক্রয়স্থলে বিজ্ঞাপন দেখে এবং শতকরা ৩২ দশমিক ১ শতাংশ মানুষ বিক্রয়স্থল ছাড়া অন্যস্থানে তামাকপণ্যের বিজ্ঞাপন দেখে ধূমপানে আগ্রহী হয়ে উঠছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ১৯৯৭-২০১০ সাল পর্যন্ত এই ১৩ বছরে ৪০ শতাংশ সিগারেট ও ৮০ শতাংশ বিড়ি ধূমপায়ীর সংখ্যা বেড়েছে। ফলে বেড়েছে তামাক চাষও। উৎপাদনের দিক থেকে বিশ্বের তৃতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ। ম্যাজিস্ট্রেট সাদিয়া তাজনীন আমার দেশকে জানান, সিগারেটসহ সকল প্রকার তামাকজাত দ্রব্যের অবৈধ বিজ্ঞাপন অপসারণে ২০১৩ সালে বেশ কিছু মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন তিনি। সে সময় কিছু খুচরা বিক্রেতাদের জরিমানাসহ শাস্তি প্রদান করা হলেও তামাকজাত দ্রব্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে যাচ্ছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। মূলত এদের শাস্তির আওতায় আনতে পারলে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রকৃত সুফল পাওয়া যাবে। তামাক কোম্পানীর দৌরাত্ম বন্ধে সব সময়ই মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হওয়া দরকার। পাশাপাশি ধূমপান বন্ধে সরকারি-বেসরকারি সংস্থাগুলোর যৌথ উদ্যোগে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল পাবলিক প্লেসে ব্যাপক সচেতনতামূলক কার্যক্রম হাতে নেওয়া দরকার। চলতি বছর তামাক নিয়ন্ত্রণে তিনি আর কোনো মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করবেন কিনা আমার দেশের এমন প্রশ্নের জবাবে, তিনি বলেন, আমি যেহেতু এই বিষয়ে নির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি নই, তবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে দায়িত্ব দেওয়া হলে করবো, তবে এই মুহূর্তে তামাক নিয়ন্ত্রণে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত ফোর্স নেই বলেও জানান সাদিয়া তাজনীন।

ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্ (সিটিএফকে) এর মিডিয়া এন্ড এডভোকেসি কো-অর্ডিনেটর তাইফুর রহমান আমার দেশকে বলেন, আইনে বিজ্ঞাপন বন্ধের বিধান তামাকজাতপণ্যের বিক্রয়স্থলগুলোতে প্রযোজ্য নয়। তাই তামাকপণ্যের সব দোকানেই যত্রতত্র চোখে পড়ে প্রচুর বিজ্ঞাপন। 'এফসিটিসি' (ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অব টোব্যাকো কন্ট্রোল) এর শর্ত অনুসারে তামাকের সব ধরনের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এদিকে বর্তমান সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি সম্পর্কে আইন বাস্তবায়নে সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্তদের অধিকাংশেরই স্পষ্ট ধারণা নেই। সেক্ষেত্রে আইন প্রণয়নকারী সংস্থা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্টদের আইনটি সম্পর্কে ভালোভাবে জানানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি আইনের ফাঁক-ফোকরে বিক্রয়স্থলে তামাক কোম্পানীর এ ধরনের কৌশলী বিজ্ঞাপন বন্ধে সব সময়ই মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অভ্যাহত রাখতে হবে বলে মনে করেন তাইফুর রহমান। বৃক্ষ রোপণসহ সামাজিক দায়বদ্ধতার নামে তামাক কোম্পানীর কৌশলী কর্মকান্ডকে সরকারের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করে, বা স্বীকৃতি দিয়ে উৎসাহিত করা যাবে না। তবে তামাক কোম্পনীগুলো সরকারকে পেয়ে বসবে। তামাক কোম্পানীগুলো কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন দিবসকে কেন্দ্র করে কোম্পানীর প্রচারণা চালাতে প্রায় কনসার্ট এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অবৈধ এসব প্রচারণা বন্ধে সরকারের কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে শক্ত অবস্থানের মাধ্যমে এগুলো প্রতিহত করা প্রয়োজন বলেও মনে করেন তিনি। পয়েন্ট অব সেলে সিগারেটের খালি মোড়কের বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গে ডব্লিউবিবি ট্রাস্টের প্রকল্প সমন্বয়কারী আমিনুল ইসলাম সুজন আমার দেশকে বলেন, মূল ধারার গণমাধ্যমে টোব্যাকোর যে কোনো ধরনের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করা আছে। কিন্তু পয়েন্ট অব সেলের এই বিজ্ঞাপন যদি অব্যাহত থাকে তাহলে তাদের মেসেজটা খুব সহজেই মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে। তাহলে গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপন বন্ধের সুফল আমরা পাব না। তাই খুব দ্রুত পয়েন্ট অব সেল অর্থাৎ বিক্রয় কেন্দ্রগুলোতে যে কোনো প্রকার বিজ্ঞাপনের প্রদর্শনী বন্ধ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, আইনের বাস্তবায়ন করতে হলে নিয়মিতই মোবাইকোর্ট পরিচালনা করা দরকার। লোভে পড়ে তামাক কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের প্রচার-প্রচারণার দায়ে খুচরা বিক্রেতাদের বিদ্যমান আইনের ধারা অনুযায়ী ৫০ হাজার থেকে ১লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমান করতে হবে। টাকা দিতে না পারলে কারাদন্ড দিতে হবে। তবেই খুচরা বিক্রেতারা আইন ভঙ্গ করার সাহস পাবেন না। আর কোম্পানীও তাদের ব্যবসায় ক্ষতি করে এত টাকা দিয়ে খুচরা বিক্রেতাদের জেল থেকে জামিনে বের করে আনবে না। পরিশেষে, সরকারেরই দায়িত্ব আইন অমান্যকারী তামাক কোম্পানীগুলোকে শাস্তির আওতায় নিয়ে বাস্তবিকই তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনকে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন বলেও মনে করেন তিনি।

মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি
ভোরের কাগজ
৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

তামাকবিষে নীল ভূমি :

বিকল্প ফসল চাষের সুযোগ চায় কৃষক, তামাক চাষ বন্ধে নীতিমালার দাবি সর্বমহলে

সবুজ শ্যামলে ভরা পার্বত্য জেলা বান্দরবান। পাহাড়ি ভূমির শান্ত-স্নিগ্ধ কোলে একদা জুমচাষ করে জীবিকা নির্বাহ করত পাহাড়ি মানুষেরা। ধান, আলু, কলাসহ নানা ধরনের সবজিতে ভরা ছিল এই শস্যভাণ্ডার। গত কয়েক বছরে পাল্টে গেছে এ জেলার চিত্র। সাংগু নদীর দুই পাড়ে এখন তামাক আর তামাক। তামাকের নীল বিষে নীল হয়ে যাওয়া জমি হারাচ্ছে তার উর্বরতা। অঞ্চলের শিশু, নারীসহ সব ধরনের মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে। বান্দরবান ঘুরে প্রতিবেদন তৈরি করেছেন সিনিয়র রিপোর্টার টুটুল রহমান। সঙ্গে ছিলেন বান্দরবান প্রতিনিধি মংসানু মারমা। তিন পর্বের ধারাবাহিকের আজ শেষ কিস্তি প্রকাশিত হল।

বান্দরবান জেলার লামা উপজেলার কৃষক আব্দুস সালাম তামাক চাষ করেছেন ১২ বছর। সে সময়ে পরিবারের সদস্যরা বছরে ৪ মাস অসুস্থ থাকত। আয় যা হতো তা চলে যেত চিকিৎসা খরচে। তিনি জানান, দেশি-বিদেশি কোম্পানিগুলো প্রথম বছর ঋণের সুবিধা দিলেও পরে তাকে বেঁধে ফেলে ঋণের ফাঁদে। ঋণ পরিশোধে বারবার তাকে তামাক চাষ করতে হয়। ফলে তাকে জমি বিক্রি করে কোম্পানি আর মহাজনের ঋণ পরিশোধ করতে হতো। তিনি আর তামাক চাষ করতে চান না। বেরিয়ে আসতে চান সর্বনাশা এই ফাঁদ থেকে। এজন্য রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা তার প্রয়োজন। শুধু আব্দুস সালাম, শৈথ্বই প্রু মারমা, মালিক তালুকদার সবাই এখন সর্বনাশা এই তামাক চাষ ছেড়ে খাদ্য শস্য ফলাতে চান। তারা বলছেন, তামাকের বিকল্প ফসল চাষের জন্য তাদের চাই প্রয়োজনীয় সহায়তা। এ ছাড়াও, ফসল উৎপাদনের পর তা সংরক্ষণ পরিবহন ব্যবস্থা থাকতে হবে জোরাল। চাষি শৈথ্বই প্রু মারমা জানান, ধান, ডাল, আদা, রসুন চাষের জন্য ব্যাংকগুলো ঋণ দিতে খুব বেশি আগ্রহী হয় না। ২০১০ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান বান্দরবানে আসার পর ব্যাংকগুলো এ ব্যাপারে তৎপরতা দেখায়। পরে আর ঋণ মেলেনি। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের এক ব্যবস্থাপক জানালেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিমালার সঙ্গে এখানকার কৃষকদের অনেক কিছু না মেলার কারণে আমরা ঋণ দিতে পারি না। কিছু দেয়া হলেও তা খেলাপি হয়ে গেছে। কোটি কোটি টাকার খেলাপি ঋণ আদায়ে আমরা হিমসিম খাচ্ছি। সঠিক কৃষক যাচাই করে ঋণ দেয়া গেলে বান্দরবান আবার খাদ্যশস্য ভাণ্ডারে পরিণত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এদিকে, তামাকের বিকল্প ফসল চাষের দাবিতে বান্দরবানের কৃষক এখন মানববন্ধন করছে। গত ডিসেম্বর মাসে বিক্ষুব্ধ কৃষক সমাজ মানববন্ধন করে স্মারকলিপি দিয়েছে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে তামাকের বিকল্প ফসল চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা এবং তামাক চাষ সম্প্রসারণে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ বন্ধে নীতিমালা ও বিধানের পরামর্শ দিয়েছেন বিশিষ্টজনরা। এ ছাড়াও, তামাকবিরোধী সংগঠনগুলোও এ ব্যাপারে জোর দাবি জানিয়ে আসছে।

গবেষণা সংস্থা প্রজ্ঞা মনে করে, বাংলাদেশে তামাক চাষ নিরুৎসাহিত করতে রাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো নীতিমালা নেই। ফলে বিগত কয়েক দশকে অরক্ষিত কৃষকদের ব্যবহার করে তামাক কোম্পানিগুলো আগ্রাসীভাবে তামাক চাষ বাড়িয়ে চলেছে। সাময়িক মুনাফার প্রলোভনে পড়ে কৃষক ক্রমশ আগ্রহী হয়ে উঠছেন তামাক চাষে। খাদ্য ও অর্থকরী ফসলের জমি চলে যাচ্ছে তামাকের দখলে। সরকারের দেয়া কোটি কোটি টাকার ভর্তুকিকৃত সার ও সেচ সুবিধা ব্যবহার করে বছরের পর বছর মুনাফা লুটে নিচ্ছে তামাক কোম্পানিগুলো। এ ক্ষেত্রে জরুরি ভিত্তিতে নীতিমালা প্রণয়নের দাবি জানায় সংস্থাটি। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) প্রফেসরিয়াল ফেলো ড. এম আসাদুজ্জামান তামাক চাষের বহুমাত্রিক ক্ষয়ক্ষতির দিক তুলে ধরে তিনি বলেন, জিডিপির ১-২ শতাংশ খেয়ে ফেলছে এই তামাক, তাই তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে নীতিমালা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নের বিষয়টি নীতিনির্ধারকদের উপলব্ধি করতে হবে। সম্প্রতি তামাক চাষ বন্ধে রাজধানীতে আয়োজিত এক নীতি সংলাপ অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে একটি ন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম গঠনের সুপারিশ করেন। এ ছাড়াও, তিনজন জাতীয় সংসদ সদস্য এ ব্যাপারে নীতি প্রণয়নে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে জোরাল ভূমিকা রাখবেন বলে আশ্বস্ত করেন। সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, শুধু পুলিশি কায়দায় জোর করে তামাক চাষ বন্ধ করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে কৌশলী নীতিমালা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে নীতিগ্রহণ ও বাস্তবায়নের দায়ভার শুধু সরকারের ওপর চাপালে হবে না। তামাকবিরোধী সংগঠন, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ, তৃণমূল সংগঠনসহ বেসরকারি সংস্থাগুলোকে ভূমিকা পালন করতে হবে।

BANGLA NEWS 24.com
৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

সরকারের ভর্তুকি সারে তামাক চাষ!

খোরশেদ আলম সাগর দেশের উত্তরের সীমান্তবর্তী জেলা লালমনিরহাটে সরকারের ভর্তুকি দেওয়া সারে চাষ হচ্ছে বিষবৃক্ষ তামাক। মানা হচ্ছে না তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন। লালমনিরহাট কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানায়, ২০১৪ সালে লালমনিরহাটের পাঁচ উপজেলায় তামাক চাষ হয়েছিল ১১ হাজার ৩৮৫ হেক্টর জমিতে। চলতি বছর বেড়ে গিয়ে তামাক চাষ হচ্ছে ১১ হাজার ৪১০ হেক্টর জমিতে। তবে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের দেওয়া মনগড়া তথ্য মানতে নারাজ স্থানীয় কৃষকরা। তাদের দাবি চলতি বছর এ জেলায় দ্বিগুণ পরিমাণ জমিতে চাষ হচ্ছে তামাক। কৃষকরা জানান, এ অঞ্চলের জমিতে তামাক চাষে প্রতি শতাংশ জমিতে ইউরিয়া ২ কেজি, ফসফেট ২ কেজি, পটাশ পাঁচশ' গ্রাম, জিপসাম ১ কেজি ও এসওপি ১ কেজি হারে মোট সাড়ে ৬ কেজি সার ব্যবহার করতে হয়। এ হিসাব অনুযায়ী লালমনিরহাটে বছরে মোট ৩৬ হাজার ৭৫১ মেট্রিক টন সার শুধুমাত্র বিষবৃক্ষ তামাক চাষের জন্যই ব্যবহার হচ্ছে। এ ছাড়াও ব্যবহার হচ্ছে ভিটামিন এবং কীটনাশক। শুধু তাই নয় সরকারের ভর্তুকি দেওয়া ডিজেল ও বিদ্যুত ব্যবহার করে তামাক ক্ষেতে দেওয়া হচ্ছে সেচ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, তামাক কোম্পানিগুলো আলুর প্রজেক্টের কথা বলে সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সুপারিশে ভর্তুকির শত শত টন সার পাচ্ছে ডিলারদের কাছ থেকে। এসব সার তামাক চাষীদের মাঝে ঋণের মাধ্যমে প্রদান করছে কোম্পানিগুলো। এ ক্ষেত্রে কোম্পানিগুলো ব্যাংক ঋণ নিচ্ছে বলেও সূত্রটি বাংলানিউজকে নিশ্চিত করেছে। আবার যেসব কৃষক ঋণে সার নিচ্ছেন না, তারা বাজার থেকেই ক্রয় করছে সার।

তামাক চাষে সরকারের ভর্তুকি দেওয়া সার ব্যবহার হওয়ায় কৃষকরা তামাক চাষে নিরুৎসাহিত না হয়ে বরং উৎসাহিত হচ্ছে। অপর দিকে তামাক কোম্পানিগুলোর লোভনীয় আশ্বাসের ফলে প্রতি বছর তামাক চাষের ব্যাপকতা বাড়ছে এ জেলায়। এতে সবজি চাষের জেলা লালমনিরহাটে খাদ্যশস্য ঘাটতির পাশাপাশি নষ্ট হচ্ছে জমির উর্বরতা শক্তি। এসব তামাক ক্ষেতে কাজ করছে শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ। তামাক ক্ষেতে কাজ করতে গিয়ে অনেকেই আক্রান্ত হচ্ছেন বিভিন্ন রোগে। তামাক চাষে কৃষকদের আগ্রহের কারণ হিসেবে চাষিরা জানান, বিগত দিনগুলিতে এ জেলায় প্রচুর পরিমাণে ধান, গম, সরিষা, ভুট্টা, আলু, বেগুন, লাউ, শিম, মুলা ও কপিসহ বিভিন্ন ধরনের সবজি উৎপাদিত হতো। আলুসহ বিভিন্ন সবজি চাষে টানা কয়েক বছর ধরে লোকসান গুণে কৃষকরা আগ্রহ হারাচ্ছে সবজি চাষে। তারা ঝুঁকে পড়েছেন তামাক চাষে। এদিকে, তামাক কোম্পানিগুলো কৃষকদের তামাক চাষের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণসহ বিনামূল্যে তামাকের বীজ এবং সহজ শর্তে ঋণ হিসেবে সার, কীটনাশক ও নগদ অর্থ প্রদান করছে। তামাক কোম্পানিগুলোর নিয়োগকৃত সুপারভাইজার ও অফিসাররা প্রতিনিয়ত মাঠে গিয়ে চাষিদের পরামর্শ প্রাদন করছেন। বাজারে তামাকের যথেষ্ট চাহিদা থাকায় বিক্রি করতে ঝামেলা হয় না কৃষকদের। কৃষকদের সুবিধার জন্য কোম্পানিগুলো এ জেলার বিভিন্ন এলাকায় গড়ে তুলেছেন বড় বড় অনেক ক্রয় কেন্দ্র ও গোডাউন। মূলত কৃষকদের যাবতীয় সমস্যার ব্যাপারে সর্বদাই সজাগ এসব কোম্পানি। তারা নিজেদের চাষি হিসেবে কৃষকদের মধ্যে কৃষক কার্ড বিতরণ করেছে।

এক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছেন সরকারের কৃষি বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। কৃষকদের অভিযোগ তারা বারবার খোঁজ করেও দেখা পান না উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের। প্রয়োজনীয় পরামর্শ না পেয়ে সবজি চাষাবাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে কৃষকরা। কৃষি বিভাগের দায়িত্বের অবহেলার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তামাক কোম্পানিগুলো চালিয়ে যাচ্ছে তাদের কার্যক্রম। আদিতমারী উপজেলার সারপুকুরের রোবেল ও ভাদাইয়ের তামাক চাষি সিরাজুল বাংলানিউজকে জানান, তামাক কোম্পানির কর্মীরা প্রতিদিন মাঠে গিয়ে তামাক চাষিদের সঙ্গে দেখা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। অন্যদিকে, সবজি ক্ষেত নষ্ট হলেও কৃষি অফিসের লোকজনের দেখা পাওয়া যায় না। তাই তিনি আলু চাষ না করে তামাকের চাষ করেছেন। সদর উপজেলার কালমাটি এলাকার তামাক চাষি হবিবর রহমান, নজির হোসেন বাংলানিউজকে জানান, কোম্পানির তদারকিতে তামাকের আবাদ ভালো হয় এবং চাহিদা ব্যাপক থাকায় মুনাফাও ভালো পাওয়া যায়। অধিক মুনাফার আশায় কৃষকরা তামাক চাষে আগ্রহী হচ্ছে বলে জানান তিনি। লালমনিরহাট কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক সাফায়েত হোসেন বাংলানিউজকে জানান, তামাক চাষে কৃষকদের নিরুৎসাহিত করতে কৃষি বিভাগ যথেষ্ট আন্তরিক। কিন্তু চাষিরা অধিক মুনাফার আশায় তামাক চাষে ঝুঁকে পড়েছে।

theindependent
February 1 2015

‘Stop violation of tobacco control law’

Regional members of Anti Tobacco Media Alliance (ATMA) have expressed their grave concern over gross violation of tobacco control law in Rajshahi region and urged the authorities concerned to take punitive measures to resist the violation, reports BSS. They viewed the government has amended the law to make it more stringent because of growing tobacco use in the country. The main attraction of the landmark law is that it bans all sorts of tobacco advertisements at the point of sale and sponsorships of the industries. The law also bans the selling of cigarettes to those below 18. They were addressing the ATMA’s Rajshahi regional meeting held at the conference room of Association for Community Development (ACD) in the city yesterday. Campaign for Tobacco Free Kids and Bloomberg Philanthropies supported the event.

The anti-tobacco activists viewed the retailers and other vendors concerned should abide by the law of the tobacco control to protect the public health from bad effect of both smoke and smokeless tobacco products. Tobacco products advertisements through packet display at all selling points and unabated marketing of foreign branded cigarettes are taking place everywhere violating the law. They also mentioned that selling of tobacco products especially cigarettes to the schoolchildren and smoking in public places and transports are continuing.

With ATMA member Alamgir Kabir Tota in the chair, journalists Sohel Mahbub, Ahsan Habib Apu, Ziaul Haque, Mobarak Ali, Akkash Ali, Paritosh Chowdhury Adittya, Sharif Suman, Dablu Kumar Ghosh and Ashraful Islam spoke on the occasion. ACD Project Coordinator Ehsanul Amin Emon moderated the discussion. They said the government should stop any kind of promotion for tobacco cultivation. It is more important to have policies or laws to reduce tobacco cultivation. At the same time, the government should undertake projects to develop alternative livelihoods for the tobacco farmers. They alleged that some of the tobacco companies are expanding their market promotional activities everywhere in the name of corporate social responsibilities, which must be resisted.

In this context, the media men said the said some shops have well-designed display showcases with colourful lighting, which have been made for keeping cigarette packets. Some other shops are displaying cigarette packs at the showcases while some shops have kept their showcases empty. Cigarette consumption must be restricted to a greater extent for the sake of building a drug addiction-free society.

Tobacco products advertisements through packet display at all selling points and unabated marketing of foreign branded cigarettes are taking place everywhere violating the law.

How profitable is Tobacco Farming?

The Daily Star
January 21 2015

Tobacco grabs huge paddy lands in Lalmonirhat

Farmers farming tobacco on huge lands after getting lucrative offers from tobacco companies in Lalmonirhat. Photo: Star

S Dilip Roy Huge paddy lands have been targeted for farming tobacco in Lalmonirhat for this season. Farmers are farming tobacco instead of paddy and other crops after getting seeds, fertilizers and interest loan facilities from the tobacco companies in the district. A good numbers of tobacco farmers from different villages have gathered together in Lalmonirhat town, and went out on the town roads demanding alternative crops instead of tobacco farming in order to save their land's fertility, their health and environment, and they also made strong protest against the tobacco companies as they (farmers) are always encouraged towards farming tobacco on their paddy lands. Agitated tobacco farmers also demonstrated for several hours over the same issue at the town's Mission Intersection.

In the demonstration rally, tobacco farmers claimed that it is true that tobacco farming isn't profitable but farmers show their high interest due to easy marketing and attractive offers from tobacco companies. If farmers get facility for alternative farming besides tobacco, and tobacco companies stop their illegal practices to encourage farmers in the field level, the tobacco farming in this region might drop to at least 80 percent very soon. Officials in Agriculture Extension Department AED in Lalmonirhat said, a total of 23 thousand acres of land were cultivated for tobacco farming at five upazilas in Lalmonirhat in the last year, and the quantity of lands for tobacco farming has increased this year. The agriculture department always record only 35 to 40 percent of the total tobacco farming land in order to avoid high official's notice, said an AED official in Lalmonirhat who wishes to remain anonymous.

Nesar Uddin, 58, a tobacco farmer from Mahendranagar village in Lalmonirhat sadar upazila said that tobacco farming is harmful for health, soil and environment. “We understand the harmful effects of tobacco, but we are bound to farm it instead of other crops as there isn't any alternative farming other than tobacco, and the tobacco companies encourage us with different lucrative offers,” he said. “If I get an opportunity to farm alternate crops, then I won't ever farm tobacco again and I will also try to raise awareness against tobacco farming,” he added. Nur Hossain, 52, a tobacco farmer from Sarpukur village of Aditmari upazila said, “I earn Taka 24 to 30 thousand

from farming tobacco on one bigha (27 decimals) of land by spending Taka 8 to 10 thousand. But me and four other members of my family invest our labour daily for three months," he said adding that the earning actually comes from their hard labour. "If our estimates are correct, then wages earned from tobacco farming doesn't make it really profitable," said tobacco grower Madhuram Das, 58, from Haziganj village of Aditmari upazila. "If we invest the same kind of labour to farming paddy or other crops instead of tobacco, we will earn a lot better but we need that alternative option," he said.

A local schoolteacher, also a farmer at Kakina village of Kaliganj upazila said that the tobacco companies are gradually occupying lands used for producing food grains and other crops by luring the farmers into more profit, and the companies are making profit for years through the government's subsidized fertilizers and irrigation facilities. "Realizing the disastrous impacts of tobacco farming, we the farmers started growing other crops on our lands," he added. "Eight bighas of my land have been losing their fertility as I have been farming tobacco on these for the last few years for the lucrative offers from tobacco companies. If I didn't get these lucrative offers, I would never be farming tobacco," said farmer Altaf Hossain, 46, from Bhadai village of Aditmari upazila. Jahedul Islam, 50, a tobacco farmer from Barabari village in Lalmonirhat sadar said that he doesn't get expected output of paddy and other crops from his five bighas of land because the soil is losing its fertility due to tobacco farming. "Primarily we understand that tobacco farming gives us profit, but its harmful effects are permanent," he said praying to govt. to take proper steps against increasing tobacco farming.

"If the govt. doesn't take proper initiatives for stopping the increasing amount of tobacco farming and malpractices by tobacco companies immediately, it could lead to total domination of tobacco farming in this region," said tobacco farmer Aminur Rahman, 42, from Mahishkhocha village of Aditmari upazila. Paresh Chandra Barmon, 55, a farmer from Sarpukur village of Aditmari upazila, said that tobacco farming has increased dramatically in the district because of the interventions by tobacco companies. "We are always encouraged towards tobacco farming with the incentive of getting attractive offers from the tobacco companies," he said. Safayet Hossain, Deputy Director DD in Agriculture Extension Department in Lalmonirhat, said that it isn't possible to decrease tobacco farming without offering alternative crops. Farmers now understand the harmful effects of tobacco farming, and this awareness can decrease tobacco farming.

> Eight bighas of my land have been losing their fertility as I have been farming tobacco on these for the last few years for the lucrative offers from tobacco companies. If I didn't get these lucrative offers, I would never be farming tobacco

বায়ান্নর আলো
২৫ মার্চ ২০১৫

তামাকের অবৈধ প্রচারণায় রংপুর

৮০ ভাগ দোকানির সিগারেটের ডালা কোম্পানির দেওয়া

আলী আশরাফ বিক্রয়স্থলে তামাকপণ্যের যে কোন ধরণের প্রচার-প্রচারণা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হলেও আইন লঙ্ঘন করে রংপুরের বিক্রয়স্থলগুলোতে বিভিন্ন তামাক কোম্পানি তাদের পণ্যের প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রশাসন রয়েছে নির্বিকার। তামাক কোম্পানি এমনকি যেসব ছোট ও মাঝারী ধরনের দোকানগুলোতে আইন লঙ্ঘন করে এসব প্রচারণা চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে জেলা টাস্কফোস কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। অথচ দেশে বিদ্যমান ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধনী, ২০১৩) এর ধারা ৫ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি বা কোম্পানি আইন লঙ্ঘন করে তামাকপণ্যের প্রচার-প্রচারণা চালালে অনূর্ধ্ব তিন মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ডে দন্ডিত হওয়ার কথা রয়েছে। রংপুরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, সিগারেট কোম্পানিগুলো এসব দোকানদারদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে আসছে। সরজমিনে দেখা গেছে, রংপুরে সবচেয়ে ব্যস্ত এলাকা প্রেসক্লাবে একটি ছোট পানের দোকান রং করছে আকিজ কোম্পানির এক কর্মচারী। সে তাদের সিগারেট নেভী এর আদলে দোকানটি রং করছে। তাকে জিজ্ঞেস করলে প্রথমে সে কোম্পানির লোক নয় বলে দাবী করে। এক পর্যায়ে সে বলে আমি চাকুরী করি। গরীব কর্মচারী অফিস যা আদেশ করে আমি তাই করি। আর পানের দোকানদার পালিয়ে যায়। পরে তাকে খুজেঁ পেয়ে জিজ্ঞেস করলে সে বলে আমি কি করব কোম্পানি আমার দোকান রং করে দিচ্ছে। একটি সিগারেট কোম্পানির কর্মচারী জানায়, প্রতিবছর তারা রংপুরে শহর এলাকায় ২০ থেকে ৩০টি দোকানে এ কাজ করে থাকে। এর সব খরচ বহন করে কোম্পানি। এছাড়া শীতের মৌসুমে ছোট ছোট দোকানদারদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। এবারে ঐ কোম্পানি সরাসরি কম্বল না দিয়ে ৫শ করে টাকা প্রদান করেছে। প্রায় ২শ দোকানদারকে এই টাকা প্রদান করা হয়েছে। এটা শুধু রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় চিত্র।

রংপুর সিটি কর্পোরেশন বাজারের সামনে একটি পানের দোকান এর ডালা তৈরী করে দেওয়া হয়েছে বেনসন সিগারেটের রং-এ। দোকানদার প্রথমে অস্বীকার করে যে এটি কোম্পানির দেওয়া। সে বলে এটা আমার এক আত্মীয় দিয়েছে। সে আর এখন দোকান করে না। কিন্তু পরে বলে আরে ভাই আমাকে যদি কেউ সাহায্য করে তাতে আপনাদের ক্ষতি কি? সে জানায়, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচারে যে নিষেধাজ্ঞা আছে তা সে শুনেছে। কিন্তু কখনও কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোক তার দোকানে আসেনি। এমনিভাবে দোকানের সামনে সিগারেট কোম্পানির লোগোর মতো রং দিয়ে ডালা তৈরি করে দোকান রং করে ব্যবসা করে রংপুরে প্রায় ৮০ভাগ দোকানদার। এদের অনেকেই আইন সম্পর্কে অবহিত নয়। যারা অবহিত রয়েছে তারা আবার সবকিছু অস্বীকার করে বলছে একটি ডালা তৈরী করতে প্রায় তিন থেকে চার হাজার টাকা লাগে তাই সাময়িকভাবে এটি এক হাজার টাকা দিয়ে আনা হয়েছে। এমনি ধরনের অনেক অজুহাত তারা দেখায়। রংপুরে একটি টাস্কফোস কমিটি আছে। তারা মাঝে মধ্যে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। কিন্তু অধিকাংশ সময়ে যে এলাকায় আদালত যায় সে এলাকায় এসব দোকানদারদের পাওয়া যায় না। ফলে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যায় না বলে টাস্কফোর্সের এক সদস্য জানান।

রংপুরের মিঠাপুকুর এলাকার এক পানের দোকানদার জানায়, প্রতি বছর সিগারেট কোম্পানিগুলো থেকে যে সহায়তা পাওয়া যায় তাতে তার সংসারের অর্ধেক খরচ উঠে আসে। আর এ কারণে সে বিভিন্ন কোম্পানির সিগারেট বিক্রি করে। এসব কোম্পানিগুলো তাদের সিগারেট বিক্রির জন্য শুধু প্রচার-প্রচারনায় চালায় না। এই পণ্যের কাচাঁমাল উৎপাদনে যেন ঘাটতি না হয় সে জন্য রংপুরের গঙ্গাচড়া, কাউনিয়া, সদর এলাকায় কৃষকদের মাঝেও নানাধরণের সহযোগিতা যেমন: সার, তামাকের বীজ ইত্যাদি দিয়ে থাকে কোম্পানি। রংপুর কাউনিয়ার এক দোকানদার জানায়, তার দোকনের সামনে বিভিন্ন কোম্পানির সিগারেট সাজিয়ে রাখার কারণে সে মাসে ৫টি কোম্পানি থেকে দশত টাকা হিসাবে এক হাজার পেয়ে থাকে। আইনুল নামে এক কোম্পানির এজেন্ট সাইকেলে করে প্রতিদিন রংপুরের বিভিন্ন উপজেলায় দোকানে দোকানে সিগারেট বিক্রি করে থাকে। সে জানায়, সরকারী আইন আছে শুনেছি। কিন্তু চাকুরী করতে হলে আমাকে এ কাজ করতেই হবে। সে বলে আমি ব্যাগের ভিতরে করে এসব পণ্য নিয়ে যাই। দোকানে দেই। সে জানায় আমরা কোম্পানিকে রিপোর্ট দেই কোন দোকান কত টাকার মাল নেয়। কার ব্যবহার ভাল ইত্যাদি। এসব বিবেচনা করে কোম্পানি ঐসব দোকানদারদেরকে বিক্রয়ের উপর উপহার সামগ্রী যেমন: দেয়াল ঘড়ি, মোবাইল ইত্যাদি দিয়ে থাকে। এটা কোম্পানির প্রতিনিধিরা দোকানিকে সরাসরি প্রদান করে থাকে। তামাকের এসব অবৈধ বিজ্ঞাপণ ও তামাক কোম্পানি কর্তৃক ধূমপানে উৎসাহিতকরণ কার্যক্রম বন্ধে মনোযোগী হওয়ার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় অবদান রাখবে স্থানীয় প্রশাসন এমনটাই প্রত্যাশা তামাকবিরোধীদের।

তামাকের খবর তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সাময়িকী

PROGGA Knowledge for Progress

প্রজ্ঞা

প্রগতির জন্য জ্ঞান এই দর্শনকে সামনে রেখেই প্রজ্ঞা'র যাত্রা শুরু। জ্ঞানের সাথে অভিজ্ঞতার যে সম্পূরণ, আমাদের কাছে তা-ই 'প্রজ্ঞা'। একটি অলাভজনক এডভোকেসি ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রজ্ঞা'র যাত্রা শুরু ২০০৮ সালের জানুয়ারী মাসে। প্রতিষ্ঠান হিসেবে অভিজ্ঞতায় নবীন হলেও একদল তরুণ কর্মীর উদ্ভাবনী ক্ষমতা আর অফুরন্ত কর্মস্পৃহা প্রজ্ঞাকে সমৃদ্ধ করছে প্রতিনিয়ত। এডভোকেসি, গবেষণা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির নানা প্রশিক্ষণ প্রজ্ঞার কর্ম পরিধির প্রধান জায়গা। প্রজ্ঞা বিশ্বাস করে নিবিড় গবেষণালব্ধ জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগে, নীতিনির্ধারণী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণে এডভোকেসি কর্মকাণ্ডের বিকল্প নেই। তবে সেই এডভোকেসি কার্যক্রম হতে হবে বাস্তবধর্মী, যুগোপযোগী এবং সর্বোপরি ইনোভেটিভ অর্থাৎ উদ্ভাবনীমূলক। প্রজ্ঞা এক্ষেত্রে বরাবরই প্রাধান্য দিয়েছে বাংলাদেশের গণমাধ্যমকে। আমাদের বিশ্বাস গণমাধ্যম হতে পারে জনস্বার্থের সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম। প্রজ্ঞার এমনি এক উদ্যোগ 'তামাক নিয়ন্ত্রণে গণমাধ্যম'। ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্স-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশের সকল নাগরিককে তামাকের ভয়াবহতা থেকে রক্ষায় জনসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি নীতিনির্ধারক মহলের এবিষয়ে আরও মনযোগ আকর্ষণে গণমাধ্যমের ভূমিকা জোরালো করতেই প্রজ্ঞা'র এই প্রয়াস। ২০১০ সালের শুরুতে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান) এবং বাংলাদেশ প্রেস ইনিস্টিটিউট (পিআইবি) যৌথভাবে বাংলাদেশে গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু করে। কর্মশালাগুলোতে অংশগ্রহণকারীদের পরামর্শ অনুসারে তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ডে সমন্বিতভাবে কাজ করার লক্ষ্যে একটি মিডিয়া নেটওয়ার্ক গঠন করা হয়। Anti Tobacco Media Alliance (ATMA)-আত্মা নামে শুরু হয় তিন শতাধিক সদস্য বিশিষ্ট এই নেটওয়ার্কের পথচলা। 'মিডিয়া ফর টোব্যাকো কন্ট্রোল ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকরাই মূলত: এই নেটওয়ার্কের সদস্য। এছাড়াও সাংবাদিকতা পেশায় জড়িত এবং এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন এমন যে কোন ব্যক্তি এই নেটওয়ার্কের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন। তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে গণমাধ্যমের কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করাই আত্মা'র প্রধান লক্ষ্য। প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান) এই নেটওয়ার্কের সচিবালয় হিসাবে কাজ করছে।

Bloomberg Philanthropies

CAMPAIGN FOR TOBACCO-FREE KIDS

সংখ্যা ১০ । বর্ষ ০৫। মে ২০১৫

সম্পাদনা পর্ষদ

মর্তুজা হায়দার লিটন, শুচি সৈয়দ, নাদিরা কিরণ, মিজান চৌধুরী,
দৌলত আক্তার মালা, এবিএম জুবায়ের

অলংকরণ

কাজী নাজমুল হাসান রাসেল

প্রকাশক

প্রজ্ঞা

বাসা ৬, মেইন রোড ৩, ব্লক এ, মিরপুর ১১, ঢাকা ১২১৬
ফোন: ৯০০৫৫৫৩, ফ্যাক্স: ৮০৬০৭৫১
ইমেইল: progga.bd@gmail.com
ওয়েব সাইট : www.progga.org